নাটক

কাহিনী :

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাট্যরূপ :

শচীন সেনগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

নূতন

প্রথম সংস্করণ :

ভাদ্র, ১৩৭০

২·৫০

ন: প:

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর : শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা।
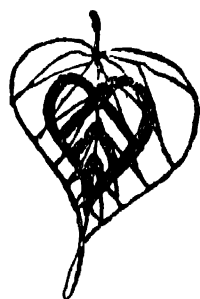
নাট্যরূপদাতার নিবেদন

দেবদাস নাটক শ্রীশিশির মল্লিকের উদ্যোগে নাট্যভারতী নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় একটানা একশত রাত্রি। পরে মিনার্ভায় পুনরভিনীত হয়ে শত রজনী অতিক্রম করেও কিছুদিন বিপুল দর্শক আকর্ষণ করে। স্বর্গীয় প্রমথেশ বড়ুয়া কর্ত্তৃক কথকচিত্রে রূপান্তরিত দেবদাস শুধু যে অভূতপূর্ব্ব জনসম্বর্দ্ধনাই পেয়েছিল তা নয়, কথকচিত্র-শিল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল, শিল্পকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিল। উপন্যাস দেবদাস বরাবরই জনপ্রিয়।

স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে আমি দেবদাস উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করি; কিন্তু নাটকখানি মঞ্চে রূপায়িত করবার অবসর তাঁর হয়ে ওঠে না। তাঁর তিরোধানের পর নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়। মহলার সময়ে অবিরত তাঁরই স্মৃতি আমাদের অনেকের মনকে ভারাক্রান্ত করত।

দেবদাস নাটকে আমি একটি নতুন চরিত্র আমদানি করেচি—বসন্ত। নাটকখানি মঞ্চস্থ হতেই অনেকে ঘোরতর আপত্তি তোলেন এই বলে যে, তা করবার অধিকার কোন নাট্যরূপদাতার নেই। তা করা কেবল অশোভন নব, অন্যায়; তাতে করে স্রষ্টার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হয়। পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে আমি আমার কৈফিয়ৎ দিয়ে আপত্তিকারকদেরকে হয়ত বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হই যে, স্রষ্টার ওপরও কারিকরি করে বাহাদুরি দেখাবার জন্য নয়, উপন্যাসকে নাটকে রূপায়িত করবার দায়েই ওই স্বাধীনতা আমি নিয়েচি।

দর্শকরা আমার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হলে আমার নাট্যরূপ বরদাস্ত করতেন না; নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিতে হ'তো। মিনার্ভায় যখন স্বর্গীয় নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী নিরুপম অভিনয় দ্বারা এই বসন্ত চরিত্রকে মোহন

ও মহান করে তুল্লেন, তখন অনেককেই আবার বলতে শুনেছি বসন্ত চরিত্রটির অবতারণা না করলে দেবদাস-পার্বতীর সম্বন্ধটা নাটকে পরিস্ফুট হ'ত না।

বস্তুতঃ উপন্যাসকে বা গল্পকে নাটকে রূপায়িত করবার কাজে, সর্ব্বত্র না হ'লেও কোন কোন ক্ষেত্রে, নাট্যরূপদাতাকে স্বাধীনতা নিতেই হয়। উপন্যাসে রচয়িতা গল্পচ্ছলে যা পাঠকদের বুঝিয়ে দেন, উপন্যাসের বড় অংশই তাই; কিন্তু গল্পচ্ছলে কিছু বুঝিয়ে দেবার সুযোগ নাট্যকারের থাকে না। সে-কাজ করবার জন্য নাট্যকারকে যদি নতুন চরিত্র আমদানি করতে হয়, তাহ'লে তা হয় কেবল নাটকেরই প্রয়োজনে। এমন কি, উপন্যাস বা গল্পে পাত্র-পাত্রীদের যে সংলাপ থাকে, কেবল তাই দিয়েই নাটকে রূপান্তরিত চরিত্রগুলিকে মঞ্চে জীবন্ত করা যায় না, দর্শকদের মনে সেই সব চরিত্রের প্রকৃত রূপ ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত হয় না। নাট্যরূপদাতাকে তাই নতুন সংলাপও সৃষ্টি করতে হয়। তাতে করে স্রষ্টার অসম্মান করা হয় না, বোঝানো হয় না যে স্রষ্টার কোন ত্রুটি ছিল। কেননা স্রষ্টা নাটক গড়েননি, গড়েচেন উপন্যাস। দু'য়ে অনেক তফাৎ।

স্রষ্টার প্রতি অমর্য্যাদা করা হয় তখন, যখন স্রষ্টা যে-রূপ ফোটাতে চাননি, সেই রূপ আরোপ করা হয়; যে-কথা বলতে চাননি, তাঁর পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে সেই কথা বলানো হয়। সংলাপ না বাড়িয়ে বা বর্জ্জন না করে, শুধুমাত্র উপন্যাসে ও গল্পে ব্যবহৃত সংলাপের সাহায্যে কেবল-মাত্র কাহিনীটির মোদ্দা কথা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু নাটক করা যায় না, নাটকীয় এফেক্ট সৃষ্টি সম্ভব হয় না। দেবদাসকে নাটকে রূপায়িত করবার জন্য দেবদাস-চন্দ্রমুখীর, পার্ব্বতী-ভুবন চৌধুরীর বহু-সংলাপ আমাকে রচনা করতে হয়েছে এবং নাটকে কয়েকটি সিচুয়েশনও সৃষ্টি করতে হয়েছে। না করলে সে ইমোশনের তরঙ্গ তোলা যেত না, যা দর্শক-মনকে দুলিয়ে নাটককে সফল করে তোলে। নাট্যরূপদাতার কাজ

অনেকটা ভাষ্যকারের কাজ, টীকাকারের কাজ। কেবল সীজার্স য়্যাণ্ড পেষ্টের সাহায্যেই সে কাজ করা যায় না। এই কারণেই, আমার মনে হয়, একই উপন্যাসের বিভিন্ন নাট্যরূপ সম্ভব। বিশ্বের নাট্য-সাহিত্যে তার বহু নিদর্শন রয়েচে। সাহিত্যাচার্যরা তাঁদের পরবর্ত্তীদের জন্য যে রত্নরাজি রেখে যান, তা চয়ন করে, বিভিন্নভাবে বিন্যাস করে, পরবর্ত্তীরা যদি প্রাগাচার্য্যদের সৃষ্টিকে পরবর্ত্তী পাঠক ও দর্শকদের কাছে মোহন করে ধরতে পারেন, তাহ'লে তাতে করে আচার্য্যদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না—অনুগামীদের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

কথাচিত্রে রূপায়িত করবার জন্য রূপকারকে নতুন চরিত্রের অবতারণা করতে হয়নি। তার কারণ কথকচিত্র আর উপন্যাস বা গল্প অনেকটা সমধর্ম্মী। উপন্যাসে বা গল্পে স্রষ্টা যেমন তাঁর নিজের বর্ণনা দিয়ে কাহিনীর খুঁটি-নাটি বুঝিয়ে দিতে পারেন, কথকচিত্রের রূপকার তেমন নির্ব্বাক চিত্রের সাহায্যে সে-কাজটি করতে পারেন। গল্প ও উপন্যাসের বর্ণনা চোখ দিয়ে পড়তে হয় ; কথকচিত্রের নির্ব্বাক বর্ণনাংশও চোখ দিয়ে দেখে বুঝতে হয়। নাটকের নির্ব্বাক বিবৃতির অবসর খুবই অল্প—এককালে চার পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি মঞ্চে নীরবতা রাখলে নাটক ভেসে যায়। কথকচিত্রে কথার চেয়েও চিত্র বেশি কাজ করে বলেই গল্প ও উপন্যাসকে রূপায়িত করতে বেশি স্বাধীনতা নিতে হয় না। আকাশ-বাণী গল্প-উপন্যাসকে রূপায়িত করবার একটি অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করচেন। সে পন্থার উদ্ভাবকরা গল্প-উপন্যাসের সংলাপগুলি নাটকীয় ভাবে আবৃত্তি করে টুকরো টুকরো সেই অংশগুলিকে কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার প্রক্ষেপে জুড়ে দিতে চান। তাঁরা ভাবেন গল্প-উপন্যাস তাতেই নাটক হয়ে ওঠে! গল্পটা সংলাপের সাহায্যে বোঝানোই নাটক, এ ধারণা আমাদের দেশের অনেকেরই মনে বদ্ধমূল রয়েচে। তাই গল্প-উপন্যাসের অর্দ্ধেক

ব্যর্থ নাট্যরূপ এবং গল্পের জোরে অনেক ব্যর্থ নাট্য-রচনাও আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়েচে।

বসন্ত চরিত্র অবতারণার আবশ্যকতা আমি কেন উপলব্ধি করলাম, তাই এখন বলি। উপন্যাসের শেষের দিকে, দেবদাসের অন্তিমকালে, দেবদাস পার্ব্বতীকে দেখবার জন্য যাত্রা করে। ধর্ম্মদাস তার সঙ্গ নিয়েছিল; কিন্তু দেবদাস তাকে ফাঁকি দিয়ে একক অগ্রসর হয়। এর পরের সব ঘটনা শরৎচন্দ্র কাহিনীরূপে ব্যক্ত করেন এবং তাঁর অনুপম ভাষার সাহায্যে কেবল দেবদাসের মনে যে আগুন জ্বলছিল তাই-ই ব্যক্ত করলেন না, সেই আগুন দেবদাসের বাসনা-কামনা পুড়িয়ে যে স্বর্ণ-রেণু তার অন্তরে অন্তরে সঞ্চয় করে দিচ্ছিল, তাও পাঠকদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। এই রূপান্তরের সম্ভাবনাই দেবদাস উপন্যাসকে তার নানা দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও মর্য্যাদা দিয়েচে। নাট্যরূপদাতাকে দেবদাসের এই মানসিক অবস্থাটা দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। কেমন করে তা দেওয়া যায়? সংলাপের সাহায্য ব্যতিরেকে নাট্যকার তা করতে পারে না; কিন্তু কার সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে তা করা যায়? দেবদাসের সঙ্গে রয়েচে গাড়োয়ান। তাঁর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে শুধু মনের আকুলতার পরিচয়ই দেওয়া যায়। নাটকে তা দেওয়া হয়েচে। অতিরিক্ত কিছু দিলে, তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হ'ত। তাই এমন একটি লোককে নাটকে আনা প্রয়োজন মনে করলাম, যে নিজে ভালোবেসেচে, ভালোবাসায় পুড়ে পুড়ে কামনাকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েচে। বসন্ত চরিত্র সৃষ্টির মূলে এই তাগিদই আমি অনুভব করেছিলাম; এবং যেহেতু দেবদাসের মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে চন্দ্রমুখীর সংস্রবে গিয়ে, সেই হেতু বসন্তকেও আমি চন্দ্রমুখীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী করে দেখিয়ে চন্দ্রমুখীর বাড়ী থেকেই দেবদাসের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়ে দিয়েচি এবং প্রতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই বসন্তকে

জড়িয়ে রেখেচি। পার্ব্বতীর স্বপ্ন দেখার দৃশ্যটি আমাকেই রচনা করতে হয়েচে এবং সেখান থেকেই বসন্তকে মাধ্যম করে নাটকীয় গতিকে ক্ষিপ্রতর, সংঘাতকে স্পষ্টতর এবং আবেগকে খরতর করতে হয়েচে। দর্শকদের মনে এর প্রতিক্রিয়া যা হয়েচে, তাই দেবদাসের নাট্যরূপকে সার্থক করেচে। কেউ কেউ বলেচেন, এ-কাজের জন্য বসন্তের মতো একটি বাড়তি চরিত্রের সহায়তা না নিয়ে চুণীলাল বা ধর্ম্মদাসকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে আনলে এমন কি অন্যায় হ'ত? খুবই অন্যায় হ'ত। চুণীলালকে শরৎচন্দ্র নারী-মাংসের দালাল বলে উপন্যাস থেকে দূর করে দিয়েচেন। তাকে টেনে এনে যদি নিকষিত হেমের মর্য্যাদা বোঝাতে চাইতাম, তাহ'লেই অমার্জ্জনীয় অপরাধই করতাম। ধর্ম্মদাস গোড়ায় সঙ্গে ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যা ঘটবে নিশ্চিত করে দেবদাস জানত, তা সইবার শক্তি ধর্ম্মদাসের থাকবে না। তাই দেবদাস তাকে পথেই পরিত্যাগ করেছিল। আর ধর্ম্মদাসকে দিয়ে নাটককে পরিণতির পথে টেনে নেওয়াও যেত না।

বসন্ত চরিত্র অবতারণার সব দায়িত্বই আমার। সাহিত্যিক বিচারেও যদি কলঙ্ক বলে প্রমাণিত হয়, শরৎচন্দ্রকে কদাচ কলঙ্কিত করবে না— যেহেতু সকলেরই জানা থাকবে ও-চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেননি। যাতে না তা কোনদিন চাপা পড়ে, সেই কথা ভেবে, আমার দেওয়া নাট্যরূপের এই দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করলাম। ভবিষ্যতে যদি কোন শক্তিমান নাট্যকার কোন নতুন চরিত্রের সাহায্য না নিয়ে অথবা সংলাপ না বাড়িয়ে দেবদাসের সার্থক নাট্যরূপ সৃষ্টিতে সক্ষম হন, তাহলে আপনা থেকেই এই নাট্যরূপ লোপ পাবে এবং সেই সঙ্গে বসন্তও। তাতেও শরৎচন্দ্রকে কলঙ্কিত হতে হবে না, এই নাট্যরূপদাতারই অক্ষমতা প্রতিপন্ন হবে। ইতি—

শচীন সেনগুপ্ত

নাট্যভারতীতে প্রথম অভিনীত

প্রথম অভিনয়ে প্রধান প্রধান ভূমিকায়

দেবদাস	...	জহর গাঙ্গুলী
বসন্ত	...	নটশেখর নরেশ মিত্র
ভুবন চৌধুরী	...	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
ধর্ম্মদাস	...	রবি রায়
চুণীলাল	...	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
মহেন	...	মিহির ভট্টাচার্য্য

নারায়ণ মুখুজ্জ্যে (দেবদাসের পিতা), নীলকণ্ঠ (পার্ব্বতীর পিতা), পরেশ (ঠাকুর্দ্দা), পাতিরাম, রঘু, নন্দ, গাড়োয়ান, বাউল

পার্ব্বতী	...	নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা
মনোরমা	...	চারুবালা
চন্দ্রমুখী	...	শেফালিকা (পুতুল)
জলদ	...	পূর্ণিমা দেবী
ঠানদি	...	রাজলক্ষ্মী (বড়)

পার্ব্বতীর মা, মেনকা, শ্যামা, গৌরী, নারী

মিনার্ভায় পুনরভিনয়কালীন ভূমিকালিপি

দেবদাস	...	ছবি বিশ্বাস
বসন্ত	...	বাণীবিনোদ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
ভুবন চৌধুরী	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ধর্ম্মদাস	...	রবি রায়
চুণীলাল	...	যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহেন	...	সুশীল রায়
পার্ব্বতী	...	নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা
মনোরমা	...	লাবণ্যপ্রভা
চন্দ্রমুখী	...	রাণীবালা
জলদ	...	বীণাপাণি
ঠানদি	...	হরিমতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বতীদের বাড়ীটা পুরাতন, ঘরের আসবাবপত্র তাই, এই সব প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া সৌখীন কিছু নাই, খাট আলমারী তোরঙ্গ, ঠাকুর দেবতার ছবি। যেখানে যা মানায় সেইখানে সাজান রয়েছে। পার্ব্বতী মেঝেয় বসিয়া চিঠি লিখিতেছে। মনোরমা প্রবেশ করিল। পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল। পার্ব্বতী মুখ না তুলিয়া কহিল

পার্ব্বতী। দেখতে পেয়েছি মনোদি।

চিঠি মুড়িতে লাগিল

মনোরমা। আজও চিঠি লিখছিস্!

পার্ব্বতী। রোজই ত লিখি।

মনোরমা। দেবদাসকে তুই রোজ চিঠি লিখিস্!

পার্ব্বতী। লিখি কিন্তু ডাকে ফেলি না।

বুকের জামার নীচে রাখিল

মনোরমা। ধন্যি মেয়ে তুই পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী দোয়াত কলম তুলিয়া রাখিতে রাখিতে কহিল

পার্ব্বতী। কেন, তুমি তোমার বরকে চিঠি লেখ না?

মনোরমা। আগে তোর বর হোক, তখন লিখিস্। দেবদাসকে লিখে লিখে শুধু হাত ব্যথা করিস্ কেন?

পার্ব্বতী। বুকের ব্যথা তাতেও অনেক কমে, মনোদি।

মনোরমা। পারু?

পার্ব্বতী। বল।

মনোরমা। যা শুনলাম তা কি সত্যি?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, সত্যি।

মনোরমা। তবে উপায়!

পার্ব্বতী। উপায় আর কী!

মনোরমা। বরটির বয়স কত?

পার্ব্বতী। কার বরটির?

মনোরমা। তোর!

পার্ব্বতী। রোস হিসেব করে বলি···বয়স বোধ হয়—

মনোরমা। থাক থাক বয়সের হিসেবে কাজ নেই—নামটি শুনিয়ে দে?

পার্ব্বতী। এতদিনে তাও জান না?

মনোরমা। বাঃ রে, না বল্লে জানব কী করে?

পার্ব্বতী। তুমিও জান না। আচ্ছা বলি শোন।

কানের কাছে মুখ লইয়া

শ্রীদেবদাস—

মনোরমা। নে; আর ঠাট্টায় কাজ নেই।

পার্ব্বতী। ঠাট্টা করলাম?

মনোরমা। বিয়ে হয়ে গেলে নাম আর বলতে পারবি না, এই বেলা বল।

পার্ব্বতী। ঐ তো বল্লাম।

মনোরমা। নাম যদি দেবদাস, তবে কান্নাকাটি করে মরিস্ কেন?

পার্ব্বতী। বা রে কাঁদতে তুমি কখন দেখলে।

মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল

মনোরমা। সব কথা খুলে বল বোন।

পার্ব্বতী। যা বলবার সবই ত বললাম।

মনোরমা। কিছুই যে বোঝা গেল না।

পার্ব্বতী। যাবেও না।

মনোরমা। পারু!

পার্ব্বতী। কী মনোদি?

মনোরমা। তোর যদি কোন লুকোন কথা থাকে, আর আমাকে তা বলতে না চাস্, বলিসনে; কিন্তু আমার অন্তরের কামনা নিয়ে ঠাট্টা করিস্নে বোন।

পার্ব্বতী। ঠাট্টা তো আমি করি নি মনোদি। যা নিজে জানি, যা নিজে মানি, তোমাকে—একমাত্র তোমাকে—তা বলেছি আমি জানি, আমার স্বামীর নাম দেবদাস।

মনোরমা। কিন্তু ঠাকুমা যে বল্লে হাতীপোতায় তোর সম্বন্ধ স্থির হয়েছে!

পার্ব্বতী। সে বিয়ে হয়ত ঠাকুরমারই হবে, আমার নয়।

মনোরমা। ও মুখপুড়ি, লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাতে আর দেবদাসেতে পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলেছ?

পার্ব্বতী। না মনোদি, কাঁচা পাকা এখনও ঠিক কিছুই হয় নি।

মনোরমা। তুই কী যে বলিস্ পারু, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

পার্ব্বতী। দুঃখ করো না ভাই, দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করে তোমাকে আমি সব বুঝিয়ে দোব।

মনোরমা। দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করতে হবে?

পার্ব্বতী। হবে না? যার বিয়ে সে জানবে না, আর পাড়াপড়শী ঢাক ঢোল বাজাবে?

মনোরমা। সে তোকে বিয়ে করবে কিনা তাই তুই জিজ্ঞাসা করবি?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, তাই করব।

মনোরমা। বলিস্ কি! তুই নিজে?

পার্ব্বতী। দোষ কী?

মনোরমা। লজ্জা করবে না?

পার্ব্বতী। তোমাকে বলতে কী লজ্জা পেলাম?

মনোরমা। আরে আমি তো মেয়েছেলে, তোর সই, কিন্তু সে যে পুরুষ মানুষ পারু।

পার্ব্বতী। তা বিয়ে তো পুরুষ মানুষকেই করতে হবে।

মনোরমা। কী যে বলিস্ তুই।

পার্ব্বতী। তুমি মেয়েছেলে, তুমি সই, তুমি আমার খুবই আপনার আমি জানি, কিন্তু তিনি, তিনি কী আমার পর? যে কথা তোমাকে বলতে পারি, সে কথা তাঁকেই বা বলতে পারব না কেন?

মনোরমা। তুই আমায় অবাক করে দিলি, পারু।

পার্ব্বতী। মনোদি, তুমি মিছেই মাথায় সিঁদুর পর, কাকে স্বামী বলে তুমি তা জান না। তিনি আমার স্বামী না হলে, আমার সমস্ত লজ্জা-সরমের ঊর্দ্ধে তাঁকে না রাখলে—আমি এমন করে মরতে বসতাম না। তা ছাড়া—

মনোরমা। বল তা ছাড়া?

পার্ব্বতী। তা ছাড়া মানুষ যখন বিষ খেয়ে মরতে চায়, তখন সে কি ভেবে দেখে বিষটা তেতো না মিষ্টি।

মনোরমা। তুই কী তাকে বলবি দয়া করে পায়ে রাখ?

পার্ব্বতী। ঠিক ওই কথাগুলোই বলব মনোদি।

মনোরমা। যদি পায়ে না রাখে?

পার্ব্বতী। তখনকার কথা জানিনে।

মনোরমা। যা ভাল বুঝিস্ তাই কর। সন্ধ্যে হয়ে এলো, আমি বাড়ী যাই। বসে বসে চিঠি লিখছিলি, জানিস্ না দেবদাস বাড়ী এসেছে?

পার্ব্বতী। জানি।

মনোরমা। চিঠিতে সব লিখে জানাবি ভেবেছিলি?

পার্ব্বতী। তখন তাই ঠিক করেছিলুম।

মনোরমা। এখন?

পার্ব্বতী। এখন ঠিক করলাম, নিজে গিয়ে দেখা করব, নিজের মুখেই সব বলব।

মনোরমা। ধন্যি বুকের পাটা, ধন্যি তোর সাহস, আমি যদি মরেও যাই তো এমন কথা মুখে আনতে পারব না।

পার্ব্বতী। তাই তো বলি মনোদি, তোমরা মিছেই মাথায় সিঁদুর পর, মিছেই তোল হাতে নোয়া।

মনোরমা। কাল এসে সব শুনব কি কথা হোল।

মনোরমা বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতীর মা ও বাবা প্রবেশ করিল

নীলকণ্ঠ। দেবদাসের বাপ মা কী আমার পার্ব্বতীরই অপমান করে নি, কিন্তু আমি কেমন শোধ নিয়েছি মা পার্ব্বতী। দেবদাসের বাপের

চেয়ে অনেক বড় জমিদার, দোজবর, তা হলোই বা দোজবর, আসল কথা সুখ শান্তি।

পার্ব্বতীর মা। আচ্ছা, সে সব কথা এখন থাক।

নীলকণ্ঠ। না, না, লুকোছাপা রাখবার কথা নয়। আমরা বেচা-কেনা চক্রবর্ত্তী, আমাদের ঘরের দেবী প্রতিমার মতো মেয়েকেও বৌ করে ঘরে নিতে দেবদাসের বাপ নারাণ মুখুজ্জ্যের মর্য্যাদায় বাধে; কিন্তু তার চেয়ে ঢের বড় জমিদার, হাতীপোতার ভুবন চৌধুরী—করকরে তিন হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে আমার মেয়েকে—

পার্ব্বতী। বাবা!

নীলকণ্ঠ। রাজরাণীর মত থাকবি মা। বড় ছেলে বি. এ. পাশ; ছোট ছেলে পরীক্ষা দেবে; মেয়েটিও ভাগ্যবানের ঘরে পড়েছে; দারোয়ান, বরকন্দাজ···

পার্ব্বতী। বুঝেছি বাবা বুঝেছি, আমি খুব সুখে থাকব!

নীলকণ্ঠ। সোনার সংসার তাদের—

পার্ব্বতীর মা। হয়েছে, হয়েছে, বুঝেছে ও। এবার তুমি নিজের কাজে যাও।

নীলকণ্ঠ। খবরটা আমি নারাণ মুখুজ্জ্যেকে দিয়ে আসি। বেচা-কেনা চক্রবর্ত্তী আমরা; আমরা যেন মানুষ নই—আমাদের ঘরের মেয়ের দাম নেই···

বলিতে বলিতে নীলকণ্ঠ বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতীর মা পার্ব্বতীর কাছে গিয়া কহিল

পার্ব্বতীর মা। পারু?

পার্ব্বতী। মা, মা গো!

মায়ের বুকে মাথা লুকাইল

পার্ব্বতীর মা। আমার ওপর রাগ করো না, মা।

পার্ব্বতী। না মা, রাগ তো আমার কারু ওপর নেই।

পার্ব্বতীর মা। ভগবান এতেই তোমার ভাল করবেন।

পার্ব্বতী। মা!

পার্ব্বতীর মা। বল মা।

পার্ব্বতী। মেয়ের নাম রেখেছ পার্ব্বতী! জান ত কত সাধনা করে পার্ব্বতী তার শিবকে পেয়েছিল! আমিও যদি তাই করি মা?

পার্ব্বতীর মা। মা হয়ে তোকে আমি বারণ করতে পারি না মা; কিন্তু মা দেবদাসের আশা তুই করিস্ না। সে যদি মানুষ হতো, তাহলে এত দুঃখ তোকে দিত না।

পার্ব্বতী। আমি একবার দেখব সে মানুষ কি অমানুষ।

পার্ব্বতীর মা। পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। না মা, আমি অন্যায় কিছু করব না। তুমি বাধা দিও না। আজই সব ঠিক করে ফেলব। লক্ষ্মী মা আমার, আজ আমায় একটুখানি একা থাকতে দাও।

বলিতে বলিতে মাকে টানিয়া দরজার কাছে লইয়া গিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবদাসের ঘর

জমিদারের ছেলের উপযুক্ত ঘর। দেবদাস ঘুমাইতেছে। তাহার হাতের কাছে একখানা বই পড়িয়া আছে, টিপয়ের উপর একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছে। পার্ব্বতী প্রবেশ করিল, একটুকাল দাঁড়াইয়া আলো বাড়াইয়া দিল, ধীরে ধীরে খাটের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, খাটের উপর বসিয়া দুই হাতে দেবদাসের পা চাপিয়া ধরিল।

পার্ব্বতী। দেবদা, দেবদা?

দেবদাস। (ঘুমের মাঝে) উঁ—

পার্ব্বতী। চেয়ে দেখ, দেবদা—আমি এসেছি দেবদা, দেবদা!

দেবদাস। কে? (বসিয়া) একি পারু, তুমি? এত রাতে কেন পারু? একলা এলে নাকি?

পার্ব্বতী। একলাই এসেছি।

দেবদাস। পথে ভয়-টয় পাওনি তো?

পার্ব্বতী। ভূতের ভয় আমার তেমন করে না।

দেবদাস। ভূতের ভয় না করুক, মানুষের ভয় তো করে?

পার্ব্বতী। তোমার কাছে এসেছি, তাই সে ভয়ও করি না।

দেবদাস। বাড়ী ঢুকলে কেমন করে, কেউ দেখেনি তো?

পার্ব্বতী। দারোয়ান দেখেছে।

দেবদাস। দারোয়ান দেখেছে, আর কেউ?

পার্ব্বতী। উঠানে চাকরগুলো শুয়ে আছে, তাদের কেউ কেউ হয়ত দেখেছে!

দেবদাস। কী সর্ব্বনাশ, যারা তোমায় দেখেছে তারা কি চিনতে পেরেছে?

পার্ব্বতী। সবাই আমাকে জানে, যে দেখেছে সে চিনবে বৈকি!

দেবদাস। এত রাতে! ছিঃ ছিঃ কাল মুখ দেখাবে কি করে?

পার্ব্বতী। আমার সে সাহস আছে, দেবদা!

দেবদাস। ছিঃ ছিঃ এখনও তুমি কি ছেলেমানুষ আছ? এখানে আসতে তোমার লজ্জা হল না।

পার্ব্বতী। তোমার কাছে এসেছি যে, লজ্জা কিসের?

দেবদাস। কাল লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না?

পার্ব্বতী। মাথাই কাটা যেত দেবদা, যদি না আমি জানতাম আমার সমস্ত লজ্জা তুমিই ঢেকে দেবে।

দেবদাস। আমি?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, তুমি দেবদা।

দেবদাস। আমিই কি মুখ দেখাতে পারব?

পার্ব্বতী। তুমি পুরুষ মানুষ, আজ না হয় কাল তোমার কলঙ্কের কথা সবাই ভুলে যাবে। দুদিন পরে কেউ মনেও রাখবে না কবে, কোন রাতে, অভাগী পার্ব্বতী তোমার পায়ে মাথা রাখবার জন্য সমস্ত তুচ্ছ করে ছুটে এসেছিল।

দেবদাস। আমি পুরুষ বলে, আমার কলঙ্ক না হয় চাঁদের কলঙ্ক হয়ে রইল; কিন্তু তোমার?

পার্ব্বতী। আমার, আমার কলঙ্ক নেই।

দেবদাস। নেই?

পার্ব্বতী। নদীতে কত জল দেবদা? অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?

দেবদাস। পারু, পার্ব্বতি! ওঠ পার্ব্বতি।

পার্ব্বতী। না, না, এইখানেই একটু স্থান দাও।

দেবদাস। তোমার কী হল পার্ব্বতী! এমন করে তুমি তো কখনও কাঁদতে না! ভালবাসতে, সেবা দিতে, আবার ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়াতেও পারতে।

পার্ব্বতী। সে সব কথা আজ মনে পড়ে?

দেবদাস। মনে পড়ে পারু, প্রতিদিনের প্রত্যেকটি কথা আমার মনে পড়ে। সেই খুব ছোটবেলায় পাঠশালায় আঁক দেখিয়ে দেবার কথা বলে ভুলোকে আনমনা করে হাত-পা-ভাঙ্গা বেঞ্চি থেকে ঠেলা দিয়ে চূণের গাদায় ফেলে দিয়েছিলাম। বাবার বকুনির ভয়ে বাঁশঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে বসেছিলাম—

পার্ব্বতী। ছোট হুঁকোটি নিয়ে তামাক খাচ্ছিলে—

দেবদাস। বাবার ভয়ে বাড়ীতেও ঢুকতে পারি না, ক্ষিধেতেও পেট জ্বলে যায়, এমন সময় খাবার নিয়ে এলে তুমি।

পার্ব্বতী। মনে পড়ে?

দেবদাস। পড়ে বৈকি, আঁচলে মুড়ি বেঁধে এনে তুমি আমায় খেতে দিলে, মুড়ি খেয়ে ক্ষিধে গেল, কিন্তু লোভ গেল না, চাইলাম সন্দেশ।

পার্ব্বতী। বোঝত! কী অন্যায় দাবী তোমার ছিল? মারের ভয়ে বাঁশঝাড়ে লুকিয়ে বসেছিলে, তোমার নিশ্চয় ক্ষিধে পেয়েছে ভেবে আমি কোথায় চুরি করে মুড়ি নিয়ে গেলাম তোমাকে খাওয়াতে, আর তুমি চেয়ে বসলে সন্দেশ! সন্দেশ যখন পেলে না, তখন চাইলে জল। বুঝলে না যে জল আঁচলে করে বেঁধে নেওয়া যায় না।

দেবদাস। জল আনতে চাইলে না বলে সেদিন এই রেশমের মত চুল মুঠোয় ধরে বড় মার মেরেছিলুম, না?

পার্ব্বতী। পিঠে দমাদম গোটা কতক কিলও মেরেছিলে।

দেবদাস। আচ্ছা, যখন তখন তোমাকে মারতাম বলে তোমার খুব রাগ হত তো?

পার্ব্বতী। রাগ! তোমার ওপর কী রাগ করতে পারতাম?

দেবদাস। কিন্তু যেবার আমার হুকুমে পাঠশালা বয়কট করতে রাজি হলে না, সেবার খুবই যেন মেরেছিলাম। বড তোমার লেগেছিল। দাগও হয়েছিল তো?

পার্ব্বতী। হুঁ।

দেবদাস। দেখি!

পার্ব্বতী। সে যে অনেক দিন আগের কথা দেবদা। বাইরের আঘাতের দাগ কী এতদিন থাকে?

দেবদাস। তোমার হৃদয়ে আমি কখনো আঘাত করিনি।

পার্ব্বতী। যেদিন কলকাতায় চলে গেলে—

দেবদাস। সেদিন কি কান্নাই না তুমি কেঁদেছিলে!

পার্ব্বতী। সেদিন ভয় হয়েছিল তুমি আমাকে তোমার মন থেকে মুছে ফেলে দেবে।

দেবদাস। এমনি ছেলেমানুষ তুমি ছিলে পারু!

পার্ব্বতী। সেদিনকার সে ভয় হয়ত মিথ্যেই ছিল; কিন্তু আজ যে সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে ফেলে দিলে দেবদা।

দেবদাস। মা বাবা কিছুতেই আমাদের বিয়েতে মত দেবেন না।

পার্ব্বতী। আমিও কিছুতেই তোমার আসনে আর কাউকে বসাতে পারব না।

দেবদাস। এ বিয়েতে তুমি হয়ত সুখীই হবে।

পার্ব্বতী। সুখী হব! তুমি বলচ এ কথা?

দেবদাস। এই আশীর্ব্বাদই আমি করছি।

পার্ব্বতী। ও আশীর্ব্বাদ আমি চাই না।

দেবদাস। জানত বাপ মায়ের অমতে…

পার্ব্বতী। আমি কিছু জানতে চাই না, দেবদা।

দেবদাস। বাপ মায়ের অবাধ্য হব?

পার্ব্বতী। কবে তুমি বাধ্য ছিলে?

দেবদাস। ছেলেবেলায় যা করিছি? কিন্তু আজ—

পার্ব্বতী। একাজে অবাধ্য হতে আজই বা দোষ কী?

দেবদাস। তুমি তাহলে কোথায় থাকবে?

পার্ব্বতী। তোমার পায়ে।

দেবদাস। তুমি সব কথা ভেবে দেখছ না, পারু।

পার্ব্বতী। তাঁদের অমতে বিয়ে করলে তাঁরা তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন এই ভয় তুমি করছ?

দেবদাস। যদি তাড়িয়ে দেন তাহলে তোমাকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব?

পার্ব্বতী। কলকাতায় গিয়ে তুমি নতুন মানুষ হয়ে ফিরেছ দেবদা। যে দেবদাসকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করবার জন্য তৈরী হয়ে ছিলাম, সে দেবদাস তুমি তো আর নও!

চারটা বাজিবার শব্দ

দেবদাস। চারটে বাজল পারু, এখুনি ভোর হবে। চল তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।

পার্ব্বতী। আমার সঙ্গে যাবে?

দেবদাস। তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব।

পার্ব্বতী। যদি তোমার দুর্নাম রটে?

দেবদাস। রটে যদি হয়ত একটা উপায় হবে।

পার্ব্বতী। তবে চল।

নেপথ্যে দেবদাসের বাপ নারাণ মুখুজ্জ্যে কহিল

নেপথ্যে নারাণ। এত ভোরে কার সঙ্গে কথা কইছিস রে দেবা?

নারাণ প্রবেশ করিল

কে ওখানে?

পার্ব্বতী। আমি জ্যেঠামশাই।

নারাণ। কে, পার্ব্বতী! তুই এ সময়ে এখানে কেন রে, দু'দিন বাদে তোর বিয়ে হবে।

পার্ব্বতী। দেবদার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

নারাণ। কথা ছিল! বেহায়া কোথাকার! বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।

পার্ব্বতী। বেচা-কেনা চক্রবর্ত্তীদের মেয়ের স্থান আপনাদের এ স্বর্গে নেই, একথা জেনেও আমি এসেছিলাম, আপনার ছেলের কাছে গোটা কতক কথা জানতে। জানা হয়ে গেছে, তাই এখানে থাকবার আর দরকার নেই। অনর্থক এ নিয়ে সোরগোল তুলবেন না। আর জানবেন, বেচা-কেনা চক্রবর্ত্তীরা গরীব বলে পণ নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেয় কিন্তু তাদের মেয়েরা পণ্য নয়।

পার্ব্বতীর প্রস্থান

নারাণ। কী তেজ দেখ! যেন আগুনের হল্‌কা—পোড়াবে, সব পোড়াবে।

দেবদাস। বেচা-কেনা চক্রবর্ত্তীদের মেয়ে?

নারাণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই জন্য ও মুখুজ্জেদের বউ হবার অযোগ্যা। কেন এসেছিল?

দেবদাস। এসেছিল যে দাবী ও করতে পারে, সেই দাবী নিয়ে।

নারাণ। এ পরিবারের কারুর কাছে ওর কোন দাবী থাকতে পারে না।

দেবদাস। গলার জোরে জমিদার সে কথা বলতে পারেন।

নারাণ। হ্যাঁ, জমিদারই বলছেন—

দেবদাস। কিন্তু জমিদারের ছেলে খুব সহজে তা মেনে নিতে পারছে না।

নারাণ। তুমি ওর দাবী স্বীকার কর?

দেবদাস। করি।

নারাণ। তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও?

দেবদাস। না চাইবার মত মেয়ে পার্ব্বতী নয়।

নারাণ। ওকে বিয়ে করলে, এ বাড়িতে তুমি ঠাঁই পাবে না তা জান!

দেবদাস। সেটা তেমন বড় কথা নয়।

নারাণ। বড় কথা নয়?

দেবদাস। ওর চেয়ে বড় কথা যা আছে, তাই আমি ভাবছি, ভাবছি পার্ব্বতী আমাকে নিয়ে সুখী হতে পারবে কিনা; আর ভাবছি—

নারাণ। বল, আর কী ভাবছ?

দেবদাস। আর ভাবছি, আপনাদের ব্যথা দেওয়া উচিত হবে কিনা।

নারাণ। দেবদাস, জীবনে তোমাকে নিয়ে অনেক অশান্তি ভোগ করেছি। আমাদের অমতে পার্ব্বতীকে যদি বিয়ে কর আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না, বেঁচে থেকেও না মরেও না, তোমাদের বংশের যে অমর্য্যাদা করবে—

দেবদাস। বংশের মর্য্যাদা! জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের দর্প অহঙ্কার আভিজাত্য হয়ে থাকবে বড়?

নারাণ। হ্যাঁ, বড় হয়েই থাকবে। কারণ তাদেরই পরিচয় বয়ে নেবার

দায়িত্ব আমাদের, দেহে আমাদের তাদেরই রক্ত, বিত্তও ভোগ করি তাদের।

দেবদাস। তাই নিজেকে নষ্ট করতে পারি, বংশ গৌরবকে পারি না।

নারাণ। না, না।

দেবদাস। না, না, না। শুধু ওই সর্ব্বনাশা এক কথা—না, না, না।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বতীর ঘর

পার্ব্বতী। না না, আমি ভুলতে পারব না মা।

পার্ব্বতীর মা। না বলিস্ নে মা, সব ঠিক হয়ে গেছে, উনি তাদের কথা দিয়ে এসেছেন।

পার্ব্বতী। সবারই কথা থাকবে, থাকবে না শুধু আমার কথা! কেন দেবদাসের সঙ্গে এমন করে মিশতে দিয়েছিলে? কেন তখন ভাবনি যে ওরা বড়লোক, কিছুতেই আপন হয় না?

মনোরমার প্রবেশ

মনোরমা। পারু?

পার্ব্বতীর মা। আয় মা, দুটিতে এক সঙ্গে বসে থাক! বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে শান্ত কর মা। আমি যে কাউকে এ কথা বলতে পারি না মা।

মার প্রস্থান

মনোরমা। পারু?

পার্ব্বতী। কী হল শুনতে এসেছ ?

মনোরমা। সত্যি গিয়েছিলি ?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, ভোরে ফিরেছি।

মনোরমা। সারা রাত সেইখানে ছিলি ?

পার্ব্বতী। ছিলাম।

মনোরমা। কী কথা হল ?

পার্ব্বতী। কত কথা, কত তুমি শুনবে ?

মনোরমা। রাজী হল বিয়ে করতে ?

পার্ব্বতী। হলো কিনা বুঝতে পারলাম না মনোদি, বাপ ছেলেতে ঝগড়া লেগে গেল, আমি চলে এলাম।

মনোরমা। জ্যেঠামশাই জেনেছেন রাতে তুই সেখানে ছিলি ?

পার্ব্বতী। তা আর জানবেন না !

মনোরমা। দেবদাস বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছে ?

পার্ব্বতী। তাই ত তিনি আমাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারলেন না।

মনোরমা। তা হলে আমি সুখবরই এনেছি। এই ছাখ্ !

চিঠি বাহির করিল

পার্ব্বতী। কার চিঠি ?

মনোরমা। দেবদাস দিয়েছে।

পার্ব্বতী। (চিঠি লইয়া) এখুনি চিঠি দিলেন ?

মনোরমা। বোধ হয় বাপ-ছেলেতে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। হয়ত তাই জানিয়েছে বিয়ে সে করবে ! আমি আসছিলাম, দেখতে পেয়ে ডেকে দিলে। জবাবও চায়।

পার্ব্বতী। জবাবও চায় ?

মনোরমা। বল্লে বাঁধে থাকবে। খোল, পড়ে দেখ। বাপ ছেলের কাছে হার মানবেই।

পার্ব্বতী চিঠি খুলিল

পার্ব্বতী। চোখের জলের ভিতর দিয়ে লেখা আমি পড়তে পারছি না মনোদি! তুমি পড়ে শোনাও! পড় মনোদি। ওকি মনোদি! শোনাও! সুখবর শোনাতে এত দেরী করছ কেন?

মনোরমা। ওরে অভাগী, এই তোর দেবদাস! এত বড় নিষ্ঠুর! একে তুই বলিস দেবতা?

পার্ব্বতী। দেবতারা নিষ্ঠুর হন বলেই তো মানুষ পাথর দিয়ে তাঁদের মূর্ত্তি গড়ে,—পড়।

মনোরমা। পার্ব্বতী—

পিতা মাতার কাহারও ইচ্ছা নয় যে আমাদের বিবাহ হয়। তোমাকে সুখী করিতে হইলে তাঁহাদিগকে এত বড় আঘাত দিতে হইবে যাহা আমার দ্বারা অসাধ্য! তা ছাড়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে এ কাজ করিই বা কেমন করিয়া? তোমাদের ঘর নীচু! বেচা-কেনা ঘরের মেয়ে মা কোন মতেই ঘরে আনিবেন না! আর এক কথা, তোমাকে যে আমি বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমাকে কোনদিনই মনে হয় নাই—

পার্ব্বতী। থাক্ থাক্ আর পড়তে হবে না!

চিঠি কাড়িয়া লইয়া চলিতে লাগিল

মনোরমা। এই তোর দেবতা হতভাগী।

পার্ব্বতী। মনোদি, তুমি যেও না!

মনোরমা। তুই কোথায় যাচ্ছিস বোন?

পার্ব্বতী। বাঁধে।

মনোরমা। বাঁধে কেন যাবি?

পার্ব্বতী। কলসী গলায় বেঁধে ডুবে মরতে নয়, কলসী ভরে ঠাকুরমার পূজোর জল আনতে।

মনোরমা। সেখানে যে দেবদাস রয়েছে।

পার্ব্বতী। সেই জন্যই ত তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, মনোদি।

পার্ব্বতী বাহির হইয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

বাঁধ

দেবদাস ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। কলসী কাঁখে লইয়া পার্ব্বতী আসিয়া দাঁড়াইল। দেবদাস তাহার কাছে আগাইয়া আসিল

সারারাত ঘুমোওনি তবুও জল নিতে এসেছ?

পার্ব্বতী। আমরা বড়লোক নই, চাকর-বাকর রাখতে পারি না।

দেবদাস। সে আমি জানি। আর এও জানি, জীবনে কতদিন জল নেবার এই জরুরী কাজটা ভুলে দেবদাসকে খুঁজে বেড়িয়েছ।

পার্ব্বতী। তোমার আর কিছু বলবার আছে?

দেবদাস। হ্যাঁ, বোস। আমি এসেছি পারু—

পার্ব্বতী। কেন!

দেবদাস। রাতে যে কথা শেষ হয়নি, তাই শেষ করতে।

পার্ব্বতী। তোমার চিঠিতেই তো শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছ।

দেবদাস। চিঠিতে আমি সত্যি কথা লিখিনি। যা ভেবে লিখেছিলাম—

পার্ব্বতী। থাক্, থাক্, ওকথা শুনতেও আমার ভাল লাগে না।

দেবদাস। আমি যেমন করে পারি বাবা মায়ের মত আদায় করে নেব পারু!

পার্ব্বতী। তোমার মা বাপ আছেন, আর আমার নেই? তাঁদের মতামত বলে কিছুই নেই?

দেবদাস। আছে বৈকি! কিন্তু আমি জানি, আর তুমিও জান, তাঁদের কোন অমত নেই।

পার্ব্বতী। কে বল্লে অমত নেই? সম্পূর্ণ অমত।

দেবদাস। না গো না, তাঁদের এতটুকু অমত নেই। শুধু তুমি—

পার্ব্বতী। শুধু আমি, এ চিঠি লেখার পর—

দেবদাস। পার্ব্বতী, আমাকে তুমি কি ভুলে গেছ?

পার্ব্বতী। না ভুলিনি। তোমার জুলুম জবরদস্তি এত সয়েছি, যে তোমাকে ভোলা অসম্ভব। ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসছি, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত ভয় করে আসছি, তুমি কি তাই আজও আমাকে ভয় দেখাতে চাও?

দেবদাস। পার্ব্বতী, আমি কি শুধু জুলুমই করেছি চিরদিন? তুমি আমাকে ভয় করে এসেছ? আর কিছুই—কিছুই কী তুমি পাওনি আমার কাছে?

পার্ব্বতী। না।

দেবদাস। না?

পার্ব্বতী। না।

দেবদাস। সত্যি বলছ?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

দেবদাস। না, না, একথা যদি সত্যি জানতে, তাহলে কাল রাতে দুর্নামের ভয় জয় করে আমার কাছে তুমি যেতে পারতে না।

পার্ব্বতী। গরীবের মেয়ে আমি, লজ্জা সরম ত্যাগ করে তোমার দয়া ভিক্ষা করতে গিয়েছিলাম, তাই ধনীর দুলাল তুমি আমাকে বিদায় দিয়ে চিঠিতে লিখতে পারলে কোনদিনই তোমার মনে হয়নি আমাকে তুমি খুব ভালবাস।

দেবদাস। একথা আমার মনের কথা নয় পার্ব্বতী। ভেবেছিলাম অতবড় মিথ্যা কথাটা তোমার মঙ্গলই করবে—হয়ত দেবদাসকে ঘৃণা করেই তুমি তাকে ভুলতে পারবে। আমি ভুল করেছিলাম বলে তোমার দেবদাসকে আজ তুমি ভুল বুঝবে পার্ব্বতী ?

পার্ব্বতী। তোমাতে আর আমায় আস্থা নেই।

দেবদাস। আর আস্থা নেই, কিন্তু আগে তো ছিল।

পার্ব্বতী। হয়তো ছিল।

দেবদাস। কেন ছিল, পার্ব্বতী ?

পার্ব্বতী। তখন আর কোন পুরুষের কথা ভাবিনি, তুমি আমাকে এমনি আচ্ছন্ন করে রেখেছিলে। ভাবতেও পারিনি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ এ সংসারে থাকতে পারে।

দেবদাস। আজ তবে কোন্ পুরুষের কথা ভাবছ, শ্রেষ্ঠতর কোন্ পুরুষের সন্ধান পেয়েছ ?

পার্ব্বতী। আমি যার কাছে যাচ্ছি, তিনি ধনবান, বুদ্ধিমান, শান্ত, স্থির ; তিনি ধার্ম্মিক। আমার মা বাবা আমার মঙ্গল কামনাই করেন, তাই তোমার মত একজন চঞ্চল দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে তাঁরা আমাকে কিছুতেই তুলে দেবেন না।

দেবদাস। শোন !

পার্ব্বতী। পথ ছাড়।

দেবদাস। এত নির্ম্মম তুমি হতে পার ?

পার্ব্বতী। তুমি পার আর আমি পারি না?

দেবদাস। তুমি আর আমি!

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, জানি, তুলনা হয় না, তোমার রূপ আছে, গুণ নেই। আমার রূপও আছে, গুণও আছে।

দেবদাস। পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। তোমরা বড়লোক, কিন্তু আমার বাবাও কিছু ভিক্ষে করে বেড়ান না। আর দুদিন পরে নিজেও আমি তোমাদের চেয়ে কোন অংশে হীন থাকব না, তা তুমি জান?

দেবদাস। এত অহঙ্কার!

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, অহঙ্কার। হবে নাই বা কেন?

দেবদাস। আমার বাবা সাত পুরুষের জমিদারী ভোগ করে। আভিজাত্যের আর বংশ মর্য্যাদার গরব করিনে, আর গরীবের মেয়ে তুমি পার্ব্বতী, অজানা অচেনা এক বড়লোকের দ্বিতীয় পক্ষে স্ত্রী হবে শুনে এতটা ফুলে উঠেছ! বোঝ না কত অশোভন তোমার এই অহঙ্কার!

পার্ব্বতী। অশোভন! ও তুমি ভেবেছ আমার অনেক ক্ষতি করবে?

দেবদাস। ক্ষতি করব কেমন করে?

পার্ব্বতী। অপবাদ দিয়ে!

দেবদাস। পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। চেঁচিও না, অপবাদ দিতে চাও দাও। তাই দাওগে। আমার অহঙ্কার, আমার দর্প ভেঙ্গে দেবার জন্য শেষ সময়ে আমার নামে একটা কলঙ্ক রটিয়ে দাওগে, বলগে রাতে তোমার কাছে অভিসারে—

দেবদাস। পার্ব্বতী! পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর রাতের কীর্ত্তি চারিদিকে রাষ্ট্র করে দাওগে, অনেকখানি সান্ত্বনা পাবে।

দেবদাস। শোন পার্ব্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়, অহঙ্কার বড় বেড়ে যায়, দেখতে পাওনা চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কাল দাগ, তাই অতি রূপবতী পার্ব্বতী তোমার ওই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখ-কমলে বিদায় মুহূর্ত্তে কিছু কলঙ্কের ছাপ আমি দেগে দিলাম।

ছিপ দিয়া পার্ব্বতীর কপালে মারিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হইয়া গেল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রমুখীর ঘর

মেনকা ফুল দিয়া ঘর সাজাইতেছিল। বসন্ত চন্দ্রমুখীকে দেখিতেছিল।

দেবদাসকে লইয়া চুণীলালের প্রবেশ

চুণীলাল। ওগো এই যে ধরে এনেছি গো।

চন্দ্রমুখী। আসুন! আসুন! আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু।

বসন্ত। বাকীটুকু বলে ফেল, পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।

চুণীলাল। রোজ রাতে কোথায় থাকি জানতে চেয়েছিলে, এখন বুঝতে পারছ তো এই কুঞ্জেই রাত কাটাই, কুঞ্জের নায়িকা ইনি, শ্রীমতী চন্দ্রমুখী। আদর করে বসাও গো।

চন্দ্রমুখী। বসুন। (হাত ধরিতে গেল, দেবদাস হাত সরাইয়া নিল) একি ভাই চুণী।

চুণীলাল। সঙ্কোচ কাটাতে একটু সময় দাও।

বসন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, সময় দাও চন্দ্রমুখী, সময় দাও, জান ত ক্রমে ফুলে মধু আসে।

দেবদাস। এরা কারা চুণীবাবু?

বসন্ত। চিনলে না স্যার আমাদের? আমরা হচ্ছি এই কুঞ্জের কোকিল, দোয়েল, শ্যামা। আমরা না ডাকলে কুঞ্জে বসন্ত জাগে না, আমরা না শিস দিলে প্রেমের ফুল ফোটে না, আর আমরা না নাচলে

যৌবন-নদে তরঙ্গ উঠে না। কী বল চন্দ্রমুখী, কী বল ভাই মেনকা ?

চুণীলাল। দেখতে এসেছে দেবদাস শেষ অবধি দেখে যাও। বোস বোস।

দেবদাসকে বসাইল

বসন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, জমিদারজী চেপে বস্থন। এক আধটা নাচ, দু'চারখানা গান, আর ছোট বড় পাঁচমিশালী পেগ্ চলুক, দেখবেন তারপরে গলা-গলি, ঢলা-ঢলি।

চুণীলাল। হোক না কিছু নাচ গান।

বসন্ত। তার আগে হোক Formal introduction, চেয়ে দেখুন স্তার এই তন্বী-শ্যামা মেনকা নাম নিয়ে মর্ত্ত্যে এসেছেন, নাচ দেখিয়ে বহুলোকের মাথাটিও খেয়েছেন।

মেনকা। চেয়েই দেখুন না মশাই, ওমা এযে বিয়ের রাতের বরের মত!

দেবদাস। বিয়ের বর—

চুণীলাল। কি হল ভাই, কি হোল দেবদাস ?

দেবদাস। আজকের তারিখটা বলতে পার চুণীবাবু ?

চুণীলাল। ২৫শে অগ্রহায়ণ।

দেবদাস। ২৫শে অগ্রহায়ণ !

বসিয়া পড়িল

চন্দ্রমুখী। ওকে এখানে কেন নিয়ে এলে চুণীলাল ?

চুণীলাল। নিজেই যে আসতে চাইলে।

মেনকা। মিরগীর ব্যামো আছে নাকি ?

চন্দ্রমুখী গোলাপ জলের ঝারি লইয়া দেবদাসের মাথায় দিতে গেল

বসন্ত। উঃ হুঁঃ হুঁঃ ফোঁটাকয়েক ব্রাণ্ডি চন্দ্রমুখী, A remedy that never fails.

চন্দ্রমুখী। দেব চুণীলাল, তাই দোব ?

চুণীলাল। না, না আজ নয়। দেবদাস, দেবদাস !

দেবদাস। বল চুণীবাবু।

চুণীলাল। মেসে ফিরে যাবে ?

দেবদাস। না।

বসন্ত। হুররে। হুররে। হুল্লোর চালাও বাবা। Everything will come a right. মেনকা প্যাকম তুলে তোমার special ময়ূর নৃত্যটা নেচে দেখাও। Please start, start !

মেনকার নাচ সুরু হইল

চুণীলাল। এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে কী ?

দেবদাস। হ্যাঁ !

বসন্ত। হতেই হবে, হতেই হবে।

চন্দ্রমুখী। কী করছ বসন্ত ?

বসন্ত। ঠিক করছি ভাই। বাইশ বছর বয়েস থেকে বকেছি, এ রোগের দাওয়াই আমার হাড়ে হাড়ে লেখা রয়েছে। চন্দ্রমুখী এইবার তোমার কোকিল কণ্ঠের একখানা তান ছাড় ত ভাই।

চন্দ্রমুখী। ওঁর কি ভাল লাগবে ?

বসন্ত। যাচাই করে নাও ভাই। Start—

চন্দ্রমুখী। না থাক, আজ গাইব না। কই পান নিন !

পান লইয়া দেবদাসের সম্মুখে ধরিল

দেবদাস। আমি পান খাই না।

চাকর আসিয়া চন্দ্রমুখীর হাতে হুঁকো দিল

এ কোন্ হতভাগা জায়গায় তুমি আমাকে এনেছ ?

চুণীলাল। কেন, তুমি যেখানে আসতে চেয়েছিলে ?

দেবদাস। এমন অসভ্য ! এমন কুৎসিত !

চন্দ্রমুখী। কার কথা বলছেন ?

দেবদাস। তোমার কথা, ফেলে দাও হাত থেকে—ওটা ফেলে দাও বলছি ! নারীর ওই কদর্য্যরূপ আমি দেখতে পারি না।

চন্দ্রমুখী। নাও ভাই চুণী, মাষ্টার মশায়ের সামনে আর অসভ্যতা করব না।

চুণীলাল। তুমি নাচও দেখবে না, পান তামাকও খাবে না, তবে এলে কেন ভাই ?

দেবদাস। কেন এসেছি জান চুণীবাবু ?

চুণীলাল। কেন ?

দেবদাস। দেখতে এসেছি এই নারীতে এমন কি আছে যার জন্যে তুমি রোজ রাত্রে এইখানে পড়ে থেকে শান্তি পাও !

চুণীলাল। আছে ব্রাদার, আছে।

বসন্ত। A conossier of beauty in woman.

চন্দ্রমুখী। আঃ থাম বসন্ত, তারপর দেবদাসবাবু, যা দেখতে এসেছিলেন তা দেখা হয়েছে ?

দেবদাস। হয়েছে।

চন্দ্রমুখী। কি দেখলেন ?

দেবদাস। দেখলাম নির্লজ্জতা, আর অসভ্যতা নারীকে কত কুৎসিত করতে পারে !

চন্দ্রমুখী। আমার এখানে অনেক বিদ্বানলোক আসেন, ধনবানের পায়ের ধূলো যে একেবারে পড়ে না তা নয়, কিন্তু কেউ আমাকে অসভ্যও মনে করে না, একান্ত কুৎসিতও বলে না।

দেবদাস। কিন্তু আমি বলছি।

বসন্ত। A funny situation is this! A moral man in an immoral atmosphere with an immoral set of people. চুণীলাল, তোমার বাহাদুরী আছে ভাই, বাহাদুরী আছে।

মেনকা দেবদাসের গলায় মালা পরাইয়া দিল

মেনকা। বাড়ীতে ডেকে এনে আমাদের এভাবে অপমান করবার কী দরকার ছিল ভাই চন্দ্রমুখী?

বসন্ত। হায় মেনকা, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অধিবাসীদের মন তুমি নাচ দিয়ে নাচিয়ে দাও, আর পারলে না এই অনাহূত অতিথির মন টলাতে, প্রাণ দোলাতে, প্রেম গলাতে, সেকি কম দুঃখ সখি, কম দুঃখ।

চিবুক ধরিল

মেনকা। চুপ করে রইলে কেন চন্দ্রমুখী?

চুণীলাল। চল ভাই মেনকা, পাশের ঘরে গিয়ে ফুর্ত্তির হাওয়া দিয়ে এই অপমান আমরা উড়িয়ে দিই, এস বসন্ত।

বসন্ত। Go on.

দেবদাস ও চন্দ্রমুখী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

দেবদাস। তুমি টাকা নাও?

চন্দ্রমুখী। আপনার যখন পায়ের ধূলো পড়েছে।

দেবদাস। পায়ের ধূলোর কথা নয়, টাকা নাও কিনা, বল না টাকা নাও কিনা?

চন্দ্রমুখী। নিই বৈকি, নইলে আমাদের চলে কি করে ?

দেবদাস। থাক থাক, অত কথা শুনতে চাই না।

চন্দ্রমুখী। আপনি কী চান বলুন তো ?

দেবদাস। কিছু না ! তোমার কাছে চাইবার মত কী থাকতে পারে ?

চন্দ্রমুখী। যখন এসেছিলেন, তখন অবিশ্যি কিছু পাবেন ভেবেই এসেছিলেন।

দেবদাস। খানিকটা ঘৃণা সঞ্চয় করে নিতে এসেছিলাম।

চন্দ্রমুখী। ওঃ আমাকে না দেখেই বুঝেছিলেন যে দেখলেই মন ঘৃণায় ভরে উঠবে !

দেবদাস। আমি জানতাম তোমরা ঘৃণার পাত্রী।

চন্দ্রমুখী। জানতেন না, শুনতেন বলুন।

মদের গ্লাস মুখে তুলিল

দেবদাস। যা শুনতাম, দেখলাম তা মিথ্যে নয়।

চন্দ্রমুখী। এসে অবধি কেবলি আপনি আমাদের অপমান করছেন। আমার বন্ধুবান্ধবদের ওপর উপদ্রব করছেন। একবারও একথা আপনার মনে হল না, গায়ে পড়ে এসব করবার অধিকার আপনার নেই।

দেবদাস। নিশ্চয় আছে, টাকার জন্য যারা দেহ বিক্রি করে, মানুষের কাছে তারা সম্মান প্রত্যাশা করতে পারে না।

চন্দ্রমুখী। কিন্তু মানুষ অনায়াসে এমন ব্যবহার করতে পারে, যার ফলে গৃহিণী যে হতে পারত, সাধ্বী যে থাকতে পারত, তাকে অনাহার আর অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই দেহ বেচতে হবে।

মদের গ্লাস মুখে তুলিল

দেবদাস। এ সব কেন খাও তুমি ?

চন্দ্রমুখী। যদি বলি দুঃখে।

দেবদাস। বিশ্বাস করব না।

চন্দ্রমুখী। কেন ?

দেবদাস। দুঃখের স্থান হৃদয়ে।

চন্দ্রমুখী। বলতে চান আমাদের হৃদয়ও নেই।

দেবদাস। ঠিক তাই।

চন্দ্রমুখী। আপনারই যোগ্য কথা। আপনার মত লোকে শোনা কথাই মেনে নেবে, শেখা বুলি শুনিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দেবে, কিন্তু জেনে রাখুন সত্যি আর মিথ্যে যাচাই করে দেখবার শক্তি সকলের থাকে না।

দেবদাস। মদ তুমি খেয়ো না।

চন্দ্রমুখী। কেন ?

দেবদাস। আমি দেখতে পারি না, ব্যথায় আমার মন বিষিয়ে ওঠে।

চন্দ্রমুখী। আমি আপনার কে যে আমার এই অধঃপতনে আপনি ব্যথা পাবেন ?

দেবদাস। জানি তুমি আমার কেউ নও, কিন্তু তুমি নারী।

চন্দ্রমুখী। নারী, নারীর অধরে ভগবান সুধা দিয়েছিলেন, কিন্তু পুরুষ তাতেও তৃপ্তি না পেয়ে সুধা দিয়ে সেই অধর সরস করে তুলতে চেয়েছে, তাই ত আমার হাতে আছে মদের গেলাস—ছেলেকে দুধ খাওয়াবার ঝিনুক নয়।

দেবদাস। এই নাও তোমার টাকা।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিল

চন্দ্রমুখী। টাকা !

দেবদাস। এতক্ষণ তুমি অনেক টাকা রোজগার করতে পারতে, আমি ছিলাম বলেই তা পারনি, এটা তার খেসারত।

একশত টাকার নোট ফেলিয়া চলিয়া গেল

চুণীলাল প্রবেশ করিল

চুণীলাল। একি, দেবদাস কোথায়?

চন্দ্রমুখী। চলে গেলেন।

চুণীলাল। হঠাৎ?

চন্দ্রমুখী। রাগ করে।

চুণীলাল। তোমার অনুরাগ দিয়ে তার রাগ দূর করতে পারলে না?

চন্দ্রমুখী। পারলাম না বলেই তো জানতে চাই আর একবার তাকে আনতে পারবে?

চুণীলাল। আবার?

চন্দ্রমুখী। একটিবার পারবে?

চুণীলাল। আর হয়ত পারব না।

চন্দ্রমুখী। কেন?

চুণীলাল। এর আগে কখনও সে এসব জায়গায় আসেনি, পরেও হয়ত আসবে না।

চন্দ্রমুখী। আসবে না?

চুণীলাল। না।

চন্দ্রমুখী। এই ছাখ তোমার বন্ধু দিয়ে গেছেন, ভাল মনে কর ত নিয়ে যাও, তোমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দিও।

চুণীলাল। সেধে দিয়ে গেছে, তুমিই বা ফিরিয়ে দিতে যাবে কেন, আর আমিই বা নিয়ে যাব কেন?

চন্দ্রমুখী। খুসী হয়ে দেয়নি, আমরা টাকা নিই বলে রাগ করে দিয়ে গেছেন।

চুণীলাল। টাকা নাও বলে রাগ করলে?

চন্দ্রমুখী। তার এই দেওয়া টাকা নিয়ে ভাবছি, লোকটা সত্যি সরল না বদ্ধ পাগল।

চুণীলাল। তবুও বলছ আর একদিন তাকে আনতে হবে।

চন্দ্রমুখী। হ্যাঁ, তবুও বলছি।

চুণীলাল। ধমক খেয়ে ভালবাসা জন্মাল নাকি?

চন্দ্রমুখী। চট করে নম্বরী নোট ফেলে দেয়, লোভ হয় না?

চুণীলাল। না না, নোট-টোটের লোক আলাদা, সে তুমি নও। সত্যি কথাটাই বলে ফেল না?

চন্দ্রমুখী। সত্যি একটু মায়া পড়েছে।

চুণীলাল। একবার দেখেই?

চন্দ্রমুখী। তাই তো আর একবার দেখতে চাই। কিগো আনবে তো?

চুণীলাল। কি জানি।

চন্দ্রমুখী। আমার মাথার দিব্যি রইল।

বসন্তর প্রবেশ

বসন্ত। ওহে চুণীলাল, মেনকারাণী চুণীলাল বলে ওঘরে কাঁদছে, সান্ত্বনা দাওগে যাও।

চুণীলালের প্রস্থান

কি ভাই চন্দ্রমুখী?

চন্দ্রমুখী। কি?

বসন্ত। মণিহারা ফণী হয়ে পড়েছ যে, উপে গেল নাকি?

চন্দ্রমুখী। কে?

বসন্ত। He who came, conquered, and vanished before he was vanquished. প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারজী ?

চন্দ্রমুখী। চলে গেলেন।

বসন্ত। Don't you worry, আবার আসবে, আবার আসবে।

চন্দ্রমুখী। আসবে ?

বসন্ত। Sure. তেতো দিয়ে যে স্বরু করেছে, মিষ্টান্ন দিয়েই সে শেষ করবে।

চন্দ্রমুখী। মানে ?

বসন্ত। Very simple ! প্রথমে ঘৃণা অর্থাৎ hatred, তার পরেই pity অনুকম্পা, তারপরে sympathy মানে সহানুভূতি, understanding লেন দেন, and finally the sweetest song of life যাকে বলে শুক্ত দিয়ে স্বরু করে মিষ্টান্নে শেষ।

চন্দ্রমুখী। তুমি অনেক কিছু কল্পনা করে নিচ্ছ বসন্ত।

বসন্ত। কল্পনা, মোটেই নয়, রুল অব থ্রি, কষে দেখ চট করে ফলবার হয়ে যাবে। তরুণ আর সুন্দরী নারী, মাঝখানে জমিদারীর টাকা, আঁক কষ অব্যর্থ ফল পাবে, প্রগাঢ় প্রেম logically, psychologically or mathematically ওই একটি মাত্র conclusionএ যে পৌঁছান যায়, come now, come now. Let us wash down your worries.

চন্দ্রমুখী। আজ থাক বসন্ত।

বসন্ত। মানে ?

চন্দ্রমুখী। আজ আর খাব না।

বসন্ত। Pray, allow me to look to you.

চন্দ্রমুখী। কী দেখছ ?

বসন্ত। দেখছি, আজ খাবে না, কালও খাবে না, পরশুও না, কোন দিনই খাবে না, সেই সঙ্কল্পই করেছ।

চন্দ্রমুখী। না না, সে সব কিছুই করিনি।

বসন্ত। I thought you were immune from this sort of attack—প্রেমের জীবাণু তোমার দেহমন দখল করতে পারবে না বলেই ভেবেছিলুম, But I was wrong. I am always wrong—গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ভুল, বিলকুল ভুল, বিলকুল ভুল, বিলকুল ভুল, বিলকুল···

চন্দ্রমুখী। আচ্ছা বসন্ত, মানুষের মুখ দেখে তুমি তার মনের কথা কি করে বলে দাও।

বসন্ত। দিব্যদৃষ্টির জোরে; কিন্তু চন্দ্রমুখী, তোমার দিকে চেয়ে সেই দৃষ্টিও আমার ক্ষীণ হয়ে গেল।

চন্দ্রমুখী। তুমি কি বল ত?

বসন্ত। নিজেই জানি না। শুধু এই জেনে ব্যথা পাই যে আমি চুণীলালও নই, দেবদাসও নই।

চন্দ্রমুখী। জানি বিদ্যায় বুদ্ধিতে তুমি ওদের চেয়ে বড়।

বসন্ত। তবুও চুণীলাল পেল ওই অনুপম দেহ, দেবদাস পেল, আর আর গরীব এই বসন্ত বোস, Well that a pretty long story to tell.

হাত থেকে মদের গ্লাস পড়িয়া গেল

চন্দ্রমুখী। কি করলে?

বসন্ত। Excuse me, হাত থেকে পড়ে গেল। জীবনে বারবার এমনি হয়েছে। জোর করে যা ধরতে চেয়েছি ফস্ করে তা মুঠো থেকে খসে গেছে, কোন অজানা এক Magician যেন অলক্ষ্যে থেকে আমাকে গাধা বানিয়ে বাহবা নিচ্ছে। Let him, let him.

চন্দ্রমুখী। মুখের মদ পড়ে গেল, আর একটু খেয়ে নাও।

বসন্ত। না, আজ আর খাব না। (চন্দ্রমুখী নোটখানি গালে বুলাইতে লাগিল) গালে ও কিসের পরশ বুলিয়ে স্মৃতি মেখে রাখছ ভাই, চিঠি নাকি ?

চন্দ্রমুখী। না নোট।

বসন্ত। শুধু ধমক দিয়ে গেল না, নোটও রেখে গেল—যেমন মনে, তেমন হাতে।

চন্দ্রমুখী। আরও আশ্চর্য্য এই বসন্ত যে রীতিমত অপমান করে পরম তাচ্ছিল্য ভরে নোটখানি তিনি ফেলে দিলেন, তবুও তুলে নিতে আমার লজ্জা হল না।

বসন্ত। Then the amount must be unexpectedly large, টাকা সিকেতেই লোকের লজ্জা। দেখি দেখি কত টাকার নোট ও-খানা।

চন্দ্রমুখী। লাখ টাকার, কোটী টাকার, অঙ্কে প্রকাশ করা যায় না এত বেশী টাকার।

বসন্ত। Are you ill ? অসুখ করল নাকি ?

চন্দ্রমুখী। এত বেশী সুখ এ-পথে পা দিয়ে আমি কখনও পাইনি বসন্ত, এ পথে এই প্রথম টাকা আমার হাতে এল, যা কামনার কাল দাগে কলঙ্কিত নয়, যা হাতে নিতে গ্লানিতে মন ভরে যায় না, যা মাথায় ছোঁয়ালে মনে হয় দেবতার আশীর্ব্বাদ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাসর ঘর

বাহিরে সানাই বাজিতেছে। পার্ব্বতীকে লইয়া সখীরা বসিয়া আছে

গৌরী। শুভদৃষ্টির সময় বর আমাদের পারুর মুখের দিকেই চাইতে পারলে না।

শ্যামা। চোখ ঝলসে গেল হয়ত।

মনোরমা। কিন্তু গোঁফের নীচে একটু হাসি খেলে বেড়াচ্ছিল।

পার্ব্বতী। সে হয়ত তোকে দেখেই মনোদি, সাবধানে থেকো।

শ্যামা। সাবধানে থাকতে হবে ভাই তোমাকেই পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী। কেন?

শ্যামা। জমিদার লোক, কথায় কথায় বরকন্দাজ ডাকবে।

গৌরী। কিন্তু ভাই হাতীপোতা থেকে বর এল, হাতীতে চড়ে এলো না ত?

পার্ব্বতী। সব হাতী যে পুঁতে ফেলেছেন।

শ্যামা। তোর বর কী হাতী পোঁতে?

পার্ব্বতী। মানুষও পুঁতে ফেলেন।

মনোরমা। ওবে পারু, বিয়ের কনে অত কথা কইতে নেই।

পার্ব্বতীর মা ও ঠানদির প্রবেশ

ঠানদি। জমিদার জামাই পেয়েছ ভাগ্যি বলতে হবে।

পার্ব্বতীর মা। আশীর্ব্বাদ কর আমার পারু যেন সুখী হয়।

শ্যামা। ও খুড়িমা, তোমার জামাই কি বাসরে আসবে না?

ঠানদি। আসবে লো আসবে, পারুর সঙ্গে সঙ্গে তোদের ফাউ পাবার লোভে বর মিনসে এক্ষুণি ছুটে আসবে।

গৌরী। আমরা তোমাকে ঠেকিয়ে দিয়ে পারুকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

ঠানদি। তাতে আমার হার হবে না লো, জিতই হবে।

গৌরী। ঠানদি ওই আসছে, এইবার জিতের হিসেব কর।

পার্ব্বতীব মাব প্রস্থান, পবেশেব প্রবেশ

ঠানদি। (ঘোমটা টানিয়া) আ গেল ঢং দেখ, এখানে আসছে কেন?

পরেশ। কী গো রাই, কুঞ্জ সাজিয়ে বসে আছ যে।

পার্ব্বতী। কোথায় তুমি ছিলে ঠাকুরদা।

পরেশ। বেড়া ভেঙ্গে তোরই ঘরে ঢোকবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছিলাম। নারাণ মুখুজ্জ্যে ছাড়ে না, এতক্ষণে পালিয়ে বাঁচলাম।

শ্যামা। জান ঠাকুরদা, আজ এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।

পরেশ। বল কি, ওরে পারুদি, এরা যে তোকে মূলেই ঠকাতে চাইছে, বিদেয় করে দে দিদি, বিদেয় করে দে।

গৌরী। এটা নারী রাজ্য, তোমার মত পুরুষ, বরকন্দাজ হয়ে আজ বাইরে পাহারা দেবে, অন্দরে ঢুকতে পারবে না।

পরেশ। যিনি টোপর মাথায় দিয়ে আসবেন তিনি, তিনিও কি বাইরে থাকবেন পারুদি?

গৌরী। তাকে তো আমরা ভেড়া বানিয়ে রাখব।

পরেশ। আমাকেও তাই রাখ না ভাই, ছোলা খাবার ছল করে তোদের কচি কচি হাতে চুক্‌ চুক করে চুমু খাব।

মনোরমা। উঃ হুঁঃ হুঁঃ সেটি চলবে না ঠাকুর্দ্দা, সেটি চলবে না—

পরেশ। চলবে না?

শ্যামা। না কিছুতেই না।

পরেশ। কেন?

মনোরমা। তোমার ওই শুকনো ঠোঁটের ঘসা লেগে হাত আমাদের ছ'ড়ে যাবে।

পরেশ। আমার ঠোঁট শুকনো তা তুই কি করে জানলি ভাই, বলত? হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গলি!

মনোরমা। তা বৈকি, সাক্ষী যে সামনেই রয়েছে হুজুর। (ঘোমটা ঠানদির টানিয়া) ছাখত চিনতে পার কি না?

পরেশ। আরে গিন্নি, তুমি ক'নে বউ সেজে কোণটিতে দাঁড়িয়ে ছিলে?

ঠানদি। কি করি বল, এই শুভ কাজের মাঝে তোমাকে তো ঝাঁটা হাতে নিয়ে আর তাড়া করতে পারি না।

শ্যামা। বেঁচে গেলে ঠাকুর্দ্দা, বড্ড বেঁচে গেলে।

পরেশ। ক্ষ্যামা ঘেন্না যখন করলে গিন্নী, তখন বলত পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের জীবনে এমনি একটি শুভরাত্রি এসেছিল কিনা, ওই পারুর মত কনেটি হয়ে বসেছিলে তুমি আর আমি—

মনোরমা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ত্রিভঙ্গিম ঠামে ঠানদির পাশে দাঁড়িয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঠানদির বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সবই ডুবিয়ে দিয়েছিলে।

নেপথ্যে। ও গো বরকে নিয়ে যাও।

শ্যামা। ও ঠানদি, বরকে নিয়ে এসো ভাই।

ঠানদি। তোরা চল নইলে বর আসবে কেন?

পরেশ। উঃ হুঁঃ হুঁঃ—তুমি যেও না, তুমি যেও না।

ঠানদি। কেন গো? আমি যাব না কেন?

পরেশ। চেহারা দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবে, খোঁয়াড়ে ঢুকতে চাইবে না।

ঠানদি। ঘাস বিচিলির যোগান পেলে ভয় তোমাদের থাকে না, তা আমরা জানি।

ঠানদির সহিত মেয়েদের প্রস্থান

পরেশ। পারুদি!

পার্ব্বতী। কি ঠাকুর্দ্দা।

পরেশ। আজকের এই ২৫শে অগ্রহায়ণটি তোর জীবনের স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে, এখন আর পেছন পানে চাইতে নেই।

পার্ব্বতী। চাইলেও চোখের জলের ভেতর দিয়ে কিছুই দেখতে পাব না।

পরেশ। পেছনে যারা রইল তারা পড়েই থাক. সামনে যাকে পেলি তাকেই জীবনের ধ্রুবতারা করে নতুন জীবনের পথ ধরে চল দিদি, নারীত্ব তোর সার্থক হবে দিদি।

সকলে বরকে লইয়া প্রবেশ

আসুন, আসুন জমিদারজী আসুন, জাঁকিয়ে বসুন, জমিদারজী। আমি এবার বিদায় হই।

পরেশের প্রস্থান

মনোরমা। কই মশাই, কথা বলুন?

গৌরী। চেয়ে দেখুন মুখটা তুলে।

ঠানদি। বিয়ে তোমার ত তালিম দেওয়াই আছে. লজ্জা যে মানায় না।

গৌরী। তবু কথা কয় না যে।

শ্যামা। বর বোধ হয় আফিম খায়।

মনোরমা। দূর বোকা, পার্ব্বতীর রূপের নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে।

গৌরী। ঠানদি, একখানা গান গেয়ে ওর লজ্জা ভেঙ্গে দাও ভাই। পার্ব্বতী, তোমার বরকে নিয়ে তুমিই থাক ভাই।

পার্ব্বতী। চাস যদি তোকে ছেড়ে দিয়েও আমি সরে যেতে পারি।

গৌরী। জমিদারণী হবার লোভ হয়, কিন্তু ওই গোঁফের খোঁচায় ভয় পাই।

শ্যামা। গোঁফ যদি মুড়িয়ে ফেলেন ?

গৌরী। ফেলবেন মুড়িয়ে ?

ঠানদি। হ্যাঁ ভাই, মাথাশুদ্ধ মুড়িয়ে ফেলুন, আমরা পরমানন্দে ঘোল ঢেলে যাই।

ভুবন। আমাকে বলছেন ?

মনোরমা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভুবন। দেখুন অভ্যেস নেই বলে আমি আপনাদের সামনে তেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারছি না।

মনোরমা। পার্ব্বতীর সঙ্গে পারবেন তো ?

ভুবন। তাও হয়ত পাবব না।

মনোরমা। আপনি বুঝি কেবল খাজনা আদায় করতে পারেন ?

ভুবন। তা না পারলে জমিদারী রক্ষা করতে পারতুম কি ?

মনোরমা। পার্ব্বতীর আগাম খাজনা দেবার অভ্যাস আছে, তাই জমিদারী রাখতে পারবেন।

ঠানদি। আর নেহাৎ যদি নিলেমে ওঠে, গৌরী, শ্যামার নতুন জমি পত্তনি পাবে, ওরাও খদ্দের খুঁজছে।

শ্যামা। মিছেই বকছো ঠানদি, দেখছ না বরের ঘুম পেয়েছে।

গৌরী। চলো মনোদি, আমরা সরে পড়ি।

মনোরমা। যাবো পার্ব্বতী !

পার্ব্বতী। থাকতে বলিই বা কেমন করে, তোমরা যা চেয়েছিলে তাতো পেলে না।

মনোরমা। আমরা চেয়েছিলাম তুই সুখী হ, তোর বরকে দেখে বুঝলাম, খুব সুখীই হবি তুই, চৌধুরীমশাই হৃদয়বান লোক।

শ্যামা। দেখবেন, আমাদের পার্ব্বতীকে যেন দুঃখ দেবেন না।

গৌরী। দিলে আমরা আপনার বাড়ীতে হানা দিয়ে আমাদের পার্ব্বতীকে ফিরিয়ে আনব।

মনোরমা। চৌধুরীমশাই, শিব অনেক সাধনা করে তবে পার্ব্বতীকে পেয়েছিলেন।

ভুবন। আপনারা আমাদের ভগ্নীকে খুবই ভালবাসেন, তাকে যে দেখবে সেই ভালবাসবে, সুখ ওর অন্তরের বিষ, কিন্তু আমি কোনদিনই ওর দুঃখের কারণ হব না জানবেন।

মনোরমা। আমি তো জেনেছি, আর আমাদের পার্ব্বতীও তা বুঝেছে, না পার্ব্বতী?

গৌরী। চল, চল আমরা এখানে রয়েছি বলে ও চটে গেছে, চল্লুম চৌধুরীমশাই।

শ্যামা। চল্লুম ভাই পার্ব্বতী!

ঠানদি। অপরাধ নিও না নাগর।

গৌরী। ভোর হবার আগেই কিন্তু আমরা ঘুম ভাঙ্গাব।

শ্যামা। ডেকে বলবো সখি জাগো সখি জাগো—

মনোরমা। তাতেও যদি ঘুম না ভাঙ্গে, তাহ'লে কিন্তু চৌধুরীমশায়ের পায়ে ধরে শেষটায় তোকে বলত হবে—

ঠানদি। কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ বেলা হলে মরি লাজে—

সকলের প্রস্থান

ভুবন। না ভাল করিনি, ভাল করিনি।

পার্ব্বতী। কি ভাল করেননি?

ভুবন। বিয়ে করে ভাল করিনি।

পার্ব্বতী। কেন?

ভুবন। আমার পাশে তোমাকে মানায় না, সাজেও না তোমাকে—

পার্ব্বতী। খুব সাজে, আমাদের আবার সাজা-সাজি কি?

ভুবন। সে কথা সত্য, মেয়েছেলে বড় অসহায়! বুঝি, তা বুঝি! তবে তোমার ভাল হবে, ভগবান তোমার ভালই করবেন। তুমি আমার বাড়ীতে পা দিলে আর একবার ঘর দোর জম্‌জম্ করবে, আহা— আগে কী জমকালো সংসারই আমার ছিল, ছেলেরা, মেয়ে, গিন্নী, হৈ-চৈ, নিত্য দুর্গোৎসব। তারপর একদিন সব নিভে গেল, ছেলেরা কলকাতায় চলে গেলে, মা যশোদাকে তার শ্বশুর নিয়ে গেল। তারপরেই সব অন্ধকার, যেন শ্মশান, সেই শ্মশানে তোমাকে গিয়ে ফুল ফোটাতে হবে। তুমি তা পারবে; তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি তা পারবে। তুমিই হলে আমার সংসারের গৃহিণী, সেখানে দেখে শুনে বুঝে পড়ে নিজেই নিও।

পার্ব্বতী। আপনি ভাববেন না, তাই আমি নেবো।

ভুবন। বুঝেছি তুমি সংসারের শ্রী ফিরিয়ে আনতে পারবে তবু—

পার্ব্বতী। তবু কী?

ভুবন। তবু ভাবি, হয়ত কাজটা ভালো হলো না; আবার ভাবি, এতেই তোমার ভাল হবে, ভগবান তোমার ভাল করবেন।

মেয়েদের পুনঃ প্রবেশ

মনোরমা। উঠুন মশাই, উঠুন।

ভুবন। আজ্ঞে ধূলো পায়েই বিদেয় দেবেন?

মনোরমা। এই যে কথা ফুটেছে, তোরা দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন, হাত ধরে টেনে নিয়ে যা।

ভুবন। বাসরে নরবলি দেওয়াই কি আপনাদের প্রথা?

মনোরমা। আজ্ঞে না, গাঁয়ের জমিদার এসেছেন, তিনি এখুনি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করে যেতে চান।

গৌরী। ভয় নেই মশায়, ভয় নেই. আপনার পারুর কাছে এখুনি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

ভুবন। গাঁয়ের জমিদার—চলুন, চলুন।

মনোরমা ও পার্ব্বতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মনোরমা। পারু।

পার্ব্বতী। মা বাবার আজ আনন্দ ধরে না, না মনোদি?

মনোরমা। আনন্দ হবারই ত কথা ভাই।

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, জমিদার জামাই হল, মেয়ের গা গয়নায় ঝলমল করে উঠল, মা বাবার কি আর ভাববার অবসর রইল—যে মেয়েকে তাঁরা বিয়ে দিলেন না বলি দিলেন।

মনোরমা। ছিঃ পারু, অমন কথা বলতে নেই।

পার্ব্বতী। জানলে মনোদি, এইটে আজ আমার কাছে সবচেয়ে সান্ত্বনার কথা হয়ে উঠেছে, যে অন্ততঃ একটি লোকের বুকে এই বলির ব্যথা সত্যি সত্যিই বেজেছে।

মনোরমা। কার কথা বল্‌ছিস পারু?

পার্ব্বতী। ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি মনোদি, যে পরম আত্মীয় যারা তারা বুঝতেও পারলে না আর বাইরে থেকে এসে ঢোল কাঁসি সানায়ের

মাঝ দিয়েও তিনি আমার মুখের দিকে একটিবার চেয়েই বুঝে নিলেন যে এটা বিয়ে নয়, বলি।

মনোরমা। লোকটি কে?

পার্ব্বতী। বিশ্বাস করবে?

মনোরমা। কে ভাই আগে বল শুনি।

পার্ব্বতী। তোমাদের চৌধুরীমশাই।

মনোরমা। তোর বর?

পার্ব্বতী। বলি কথাটা, তিনি মুখ দিয়ে বার করেন নি; কিন্তু যা বললেন তার ভাব তাই। শুনে কৃতজ্ঞতায় মন আমার ভরে উঠলো, ইচ্ছে হোল তাঁর পা দুখানি মাথায় চেপে ধরে বলি, দেবতার বলি হওয়া ভাগ্যের কথা, কিন্তু লজ্জায় তা পারলাম না।

মনোরমা। ভালবাসতে পেরেছিস তো?

পার্ব্বতী। শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়েছি মনোদি।

মনোরমা। শুনে সুখী হলাম। দুশ্চিন্তা ঘুচে গেল, দেবদাস কী এত মহৎ হতে পারত পারু?

পার্ব্বতী। জানি দেবদাস মহৎ নয়, কিন্তু মহতের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝে আমরা স্তব্ধ হয়ে থাকি, শ্রদ্ধার ভারে নুয়েও পড়ি; কিন্তু তাকে আপন করে নিতে পারি না। বিস্ময় যখন কেটে যায় শ্রদ্ধার ফুল যায় শুকিয়ে, তখন দেখতে পাই যে রিক্তা সেই রিক্তাই রয়ে গেছি।

মনোরমা। তোর শূন্য মন কি দিয়ে পূর্ণ করবি হতভাগি!

পার্ব্বতী। পূর্ণ যে হতেই হবে, তাই বা কেন ভাবছ মনোদি?

মদোরমা। তখন যে তোর মুখের দিকে চাওয়া যাবে না ভাই।

পার্ব্বতী। শ্মশান শূন্য মনোদি, কিন্তু সংসারে তারও একটি সার্থকতা

আছে। পরে যদি কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ'; সব বুঝতে পারবে।

মনোরমা। একবার ইচ্ছা হয় দেবদাসকে ডেকে এনে এই সোনার প্রতিমা দেখিয়ে দিই।

পার্ব্বতী। পারিস্ মনোদি, পারিস্ একবার তাকে দেখাতে?

মনোরমা। সে কোথায় তাই যে কেউ জানে না।

পার্ব্বতী। কোথায় কেউ জানে না?

মনোরমা। এখন দেখা করে আর কি হবে পারু?

পার্ব্বতী। কাল চলে যাব কিনা, একবার পায়ের ধূলো মাথায় নিতাম মনোদি?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রমুখী গান গাহিতেছে, দেবদাস বসিয়া মদ খাইতেছে

চন্দ্রমুখী। কী দেখছ?

দেবদাস। তোমাকে, আগুনের শিখা, নিজেও জ্বলছ, আবার আশ-পাশের সব কিছু পুড়িয়ে দেবার জন্য পাখা মেলে দিচ্ছ।

চন্দ্রমুখী। দেখতে ভাল লাগছে?

দেবদাস। ভাল! হাঃ হাঃ হাঃ—আমার আবার ভাল লাগবে তোমাকে! চন্দ্রমুখী! লাগতেও পারে।

দেবদাস। আমার ভাল লাগবে এই আশা নিয়েই কি এত যত্নে তুমি অঙ্গরাগ করেছ চন্দ্রমুখী?

চন্দ্রমুখী। যদি বলি তাই?

দেবদাস। রূপের ফেরিওয়ালীকে ভাল লাগবে আমার! হাঃ হাঃ হাঃ

চন্দ্রমুখী। সত্যি ভাল লাগে না?

দেবদাস। হাসিও না চন্দ্রমুখী, হাসিও না, আর হাসতে আমি পারি না।

চন্দ্রমুখী। তাহলে খুলে ফেলি সব?

দেবদাস। না, না খুলো না, খুলো না।

চন্দ্রমুখী। কেন, খুলতে বারণ করছ কেন?

দেবদাস। তোমার দর্প চূর্ণ করে ধূলোয় ছড়িয়ে দিতে চাই বলে। বুঝলে কিছু?

চন্দ্রমুখী। না।

দেবদাস। কত দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে কত যত্নে চোখ এঁকেছ, ভুরুকে ধনুকের মত বাঁকা করে তুলেছ, ঠোঁটে রং ফলিয়েছ, কত লোকের রক্ত শুষে কানে দুলিয়েছ দুল, খোলা বুকে নাচিয়েছ নেকলেস্, কাঁকন কনক চূড় কত লোকের কান মলেই না আদায় করে নিয়েছ, কিসের জোরে? তুমি জান, তোমার রূপের জোরে।

চন্দ্রমুখী। আর তুমি কী জান?

দেবদাস। কিছুই জানি না, জানি না এতো জোর কিসের! তাই ত বললাম খুলে ফেলো না ঐ সাজ পোষাক, ম্লান করো না ঐ ঘসামাজা রূপ, তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোল তোমার দেহের ঐ অগ্নিশিখা। তারপর চন্দ্রমুখী, তারপর চেয়ে দেখ, তোমার সব আয়োজন, সব আবেদন, সব আস্ফালন এই পাষাণে প্রতিহত হয়ে কেমন করে ব্যর্থ হয়ে যায়।

চন্দ্রমুখী। ব্যর্থ যে হয়নি তার প্রমাণ তুমিই দিয়েছ।

দেবদাস। আমি দিয়েছি?

চন্দ্রমুখী। নইলে এখানে পড়ে থাক কেন?

দেবদাস। তোমার এ দর্প আমি রাখব না, শুনবে কেন পড়ে থাকি?

চন্দ্রমুখী। কেন?

দেবদাস। না বলব না, বললে বড় ব্যথা পাবে।

চন্দ্রমুখী। আমাকে ব্যথা দিতে বুকে তাহলে বাধে?

দেবদাস। বুকে বাধে না, ভদ্রতায় বাধে।

চন্দ্রমুখী। কদিন আগে কিন্তু ভদ্রতায়ও বাধতো না, এখন বুঝতে পারছ আমার রূপসজ্জা একেবারে বিফল যায়নি?

দেবদাস। না, না সেজন্য নয়।

চন্দ্রমুখী। তবে?

দেবদাস। লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, তোমাদেরই ঘরে জমে থাকে পৃথিবীর সব অন্ধকার; সত্যের আলো, ন্যায়ের আলো, ধর্ম্মের আলো, এই অন্ধকার দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এমনি অন্ধকারে আত্মগোপন করে, সব ভুলে থাকতে চাই বলেই এখানে বসে মদ খাই, তোমার আকর্ষণে তোমার বাড়ী আসি না—বুঝলে রূপসী চন্দ্রমুখী?

চন্দ্রমুখী। কথাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে বললে, শুনতে মন্দ লাগলো না; কিন্তু সত্যি কথা যে বলা হলো না, তা স্বীকার কর ত?

দেবদাস। কী বলতে চাও তুমি?

চন্দ্রমুখী। কলকাতায় রূপ বেচাকেনা কেবল আমার ঘরটিতেই হয় না। আমার ঘরের চেয়েও অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে অনেক রূপের ফিরিউলি, অনেক অভাগী, বড় দুঃখের দিন গুজরান করে, তাদের কারু ঘরে না গিয়ে আমারই ঘরে আস কেন?

দেবদাস। ওরে রাক্ষুসি, তোকে দেখে যে আমার আর একজনের কথা মনে পড়ে!

চন্দ্রমুখী। দেবদাস! দেবদাস! তোমার পায়ে পড়ি দেবদাস, আমার সঙ্গে তার তুলনা করো না।

দেবদাস। সেই তেজ, সেই দর্প, সেই তাচ্ছিল্য, আমার গর্ব্বের সামগ্রী। তেমন আর একটি নারীর অস্তিত্ব আমি কোন মতে সইতে পারি না। দেখতে পেলেই অপমানভরে ঘৃণা ঢেলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাই।

মদ ঢালিল

চন্দ্রমুখী। না, না, আর মদ তুমি খেও না দেবদাস।

হাত ধরিল

দেবদাস। ছুঁয়ো না, এখনও আমার জ্ঞান আছে। তুমি জান না চন্দ্রমুখী শুধু আমি জানি, আমি কত তোমাদের ঘৃণা করি। চিরকাল ঘৃণা করব, তবু আসব, তবু চেয়ে চেয়ে দেখব, তবু কথা কইব, তবু… আহা-হা! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি! লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার, উপদ্রব, স্ত্রীলোক যে কত সইতে পারে, তোমরাই তার দৃষ্টান্ত। চন্দ্রমুখী বলে, আমাকে সে ভালবাসে, জানে না ভালবাসা আমি চাই না…আমি চাই না।

উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল

বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। চাঁদের কলঙ্ক শোভা পায়, চন্দ্রমুখীর গালে কৃষ্ণ তিলও শোভা পায়, কিন্তু অশ্রুধারা তো অশোভন! What's up dearie?

চন্দ্রমুখী। চুপ কর বসন্ত!

বসন্ত। বিরক্ত হচ্ছ? চলে যাই তবে।

চন্দ্রমুখী। না, বোস, আমার একা একা ভয় করছে।

বসন্ত। ভয় এমন জিনিষ যে বাঘিনীও রেহাই পায় না, After all a বাঘিনী is an অবলা।

দেবদাস। চন্দ্রমুখী আমার থিয়েটার করে, আমি দেখি, কিন্তু তাকে যে মনে পড়ে! একদণ্ডে কি যেন কি হয়ে গেল, কোথায় সে চলে গেল, আর কোথায় আমি ভেসে এলাম! একটা ঘোরতর মাতাল আর এই একটা…হোক, তাই মন্দ কী! আশা নেই, ভরসা নেই, সুখ নেই, সাধ নেই, বাঃ—বাঃ—

ঢলিয়া পড়িল

বসন্ত। Once a haughty conqueror now a helpless captive.

চন্দ্রমুখী। ওকে নিয়ে আমি কী করি বসন্ত?

বসন্ত। আপাততঃ মাথায় ঠাণ্ডা জল দাও, হাওয়া কর। আর কি করবার আছে? দাও পাখাটা আমাকেই দাও।

চন্দ্রমুখী বাতাস করিতে লাগিল

চন্দ্রমুখী। আমিই হাওয়া করি।

বসন্ত। জানি এখন সেবা করেও তুমি সান্ত্বনা পাবে, কিন্তু আরাম পাবে যদি তোমার বাহুর মালা ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে বসে থাক। হাওয়া আমিই করছি। আমার মনোব্যথা নেই, তাই হাতেও ব্যথা ধরবে না। দাও।

পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল

চুণীলাল প্রবেশ করিল

চুণীলাল। চন্দ্রমুখি, চন্দ্রমুখি, দেবদাস এখানে আছে?

চন্দ্রমুখী। আছেন।

চুণীলাল। কোথায়?

চন্দ্রমুখী। চেঁচিও না অত।

চুণীলাল। জানি, এখন আমার কথা তুমি সইতে পারবে না; কিন্তু আমি আমার নিজের কোন কাজের জন্য আসিনি, দেবদাসের ভয়ানক বিপদ।

চন্দ্রমুখী। বিপদ!

চুণীলাল। দেবদাসের বাবা মৃত্যুশয্যায়। এখুনি রওনা না হলে হয়ত দেখা হবে না।

চন্দ্রমুখী। কী সর্ব্বনাশ, উনি যে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন, উঠবেন কেমন করে?

চুণীলাল। এমনি করে একটা কচি ছেলের মাথা চিবিয়ে না খেলে চলত না চন্দ্রমুখী?

বসন্ত। সাবাস, চুণীলাল! সাবাস!

চুণীলাল। তুমিও আছ দেখছি?

বসন্ত। Where else do you expect to find me? ভ্রমর ঘুরে ফিরে পদ্মের পাপড়িতেই বসে।

চুণীলাল। কিন্তু শুনছ কি, ছেলেটার বাপ খাবি খাচ্ছেন!

বসন্ত। A very sensible old father! ঠিক দরকারের সময় ছেলের হাতে টাকা তুলে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে সগ্গে চলে যাচ্ছেন।

ধর্ম্মদাসের প্রবেশ

ধর্ম্মদাস। কোথায় চুণীবাবু, আমার দাদাবাবু কোথায়? আর দেরী করলে বাপকেও দেখতে পাবে না।

চুণীবাবু। তোমার দাদাবাবু মাতাল হয়ে পড়ে আছে, বিবি বললে তাঁকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

বসন্ত। Shut up you satan! বিবি কিছু বলেননি হে, এই তোমার দাদাবাবু পড়ে রয়েছেন, কাঁধে করে নিয়ে যাও।

ধর্ম্মদাস। কাঁধে করেই নিয়ে যাব। দাদাবাবু! দাদাবাবু! চোখ মেলে চেয়ে দেখ আমি এসেছি! ও দাদাবাবু! তোমার যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে দাদাবাবু।

চুণীলাল। দেবদাস, দেবদাস!

দেবদাস। কে?

ধর্ম্মদাস। আমি ধর্ম্মদাস দাদাবাবু, ধর্ম্মদাস।

দেবদাস; যাও! ধর্ম্ম আমি মানি না।

ধর্ম্মদাস। আমি সে ধর্ম্ম নই দাদাবাবু, তোমাদের চাকর ধর্ম্মদাস।

দেবদাস। চাকর! চাকরের এত বড় বেয়াদবি!

ধর্ম্মদাস। দাদাবাবু, চেয়ে দেখ আমি, শোন কর্ত্তাবাবুর, তোমার বাবার বড় ব্যায়রাম।

দেবদাস। কার বাবা?

ধর্ম্মদাস। তোমার বাবা।

দেবদাস। আমার বাবা! জানিস কত বড় জমিদার! কী অতুল বংশ-মর্য্যাদা! বেচা কেনা চক্রবর্ত্তীদের মেয়েকে বাড়ী থেকে হাসতে হাসতে তাড়িয়ে দিলেন।

ধর্ম্মদাস। এখন উপায় চুণীবাবু, ছেলে হয়ে বাপের মুখে আগুনটুকু দিতে পারবে না?

দেবদাস। বাপ তো দিব্যি ছেলের বুকে আগুন জ্বেলে দিতে পেরেছেন

চন্দ্রমুখী। দেখি আমি তুলতে পারি কিনা!

ধর্ম্মদাস। তুক করেছ, একবার জ্ঞান ফিরিয়ে দাও।

চন্দ্রমুখী দেবদাসের কপালে হাত বুলাইতে লাগিল

দেবদাস। আঃ আঃ কতদিন তোমার স্নেহের পরশ পাইনি, পারু।

চন্দ্রমুখী। আমি চন্দ্রমুখী।

দেবদাস। চন্দ্রমুখী! ফের ছুঁয়ে দিলে! সরে যাও, সরে যাও বলছি! বারবার বলি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, তবুও তুমি ব্যথা পাও না, (হাতে ভর দিয়া উঠিয়া) কি আশ্চর্য্য উপাদান দিয়ে ভগবান তোমাদের গড়ে ছিলেন, আঘাতে ভাঙ্গ না, অপমানে

টল না, উপেক্ষায় শুকিয়েও যাও না—এক চোখে কাঁদ, আর এক চোখে হাস, একহাতে চোখ মোছ আর এক হাতে ইশারায় ডাক, অপরূপ, অপরূপ সৃষ্টি তোমরা !

ধর্ম্মদাস। দাদাবাবু, আমার দিকে চেয়ে ছাখ।

দেবদাস। কে! কে তুমি ?

ধর্ম্মদাস। চিনতে পারছ না, আমি ধর্ম্মদাস।

দেবদাস। দাস হয়ে কোন্ ধর্ম্ম তুমি দেখাও বাবা !

ধর্ম্মদাস। রাক্ষসি, তুই ওকে কী খাইয়েছিস! আমার দেবদাস আমারে চিনতে পারে না, কোলে পিঠে মানুষ করলুম, কাঁধে নিয়ে ঘুরে ঘুরে মলুম আর সে আমারে চেনে না, এ দুঃখ আমি কোথায রাখব চুণীবাবু, এ দুঃখ আমি কোথায় রাখব।

চুণী। দেবদাস, ধর্ম্মদাস কি বলছে শোন।

দেবদাস। তুমি আবার কে! ও, চুণীবাবু! ধন্যবাদ চুণীবাবু, অজস্র ধন্যবাদ ; হাতে ধরে বড় ভাল জায়গায় ছেড়ে গেছলে।

ধর্ম্মদাস। ধর চুণীবাবু, আমার দেবতারে ধর, আমি ওরে জোর করে নিয়ে যাব।

চুণী ও ধর্ম্মদাস দেবদাসকে ধরিল

দেবদাস। ওরে ভুলো—না, না, আমি পাঠশালায় যাব না। পার্ব্বতীর বিয়ে হয়ে গেছে—আমার সব পাঠ শেষ ভুলো, আমার সব পাঠ শেষ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভুবন ও পার্ব্বতী

ভুবন। বলেছিলাম, তুমি এসে এই শ্মশানে ফুল ফুটিয়ে তুলবে ! তুলেছও তাই।

পার্ব্বতী। বার বার ও কথা বলে লজ্জা দাও কেন ?

ভুবন। কি লজ্জা, কি গ্লানি থেকে আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ তাকি তুমি জান না! আমার যশোদা অভিমান করে তার এই বুড়ো বাপকে ত্যাগ করেছিল, তুমি তাকে স্নেহ দিয়ে জয় করেছ ; মহেন পণ করেছিল বিয়ে করবে না, তুমি তার বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ এনেছ ; আমার সংসারে আবার শ্রী ফুটে উঠেছে। ঐ যে মহেন আসছে, বোধ হয় তোমাকে কিছু বলবে।

প্রস্থান

মহেনের প্রবেশ

মহেন। মা!

পার্ব্বতী। কি বাবা!

মহেন। সদরে পাঠাবার জন্য শ পাঁচেক টাকার দরকার।

পার্ব্বতী। (চাবি দিয়া) আমার ঘর থেকে নিয়ে যাও বাবা।

প্রস্থান

জলদের প্রবেশ

জলদ। একবার এ ঘরে এস না গো।

মহেন। কেন ?

জলদ। কথা আছে।

মহেন। এখনি যদি বলা দরকার, তা হলে বল শুনি। আমার বেশী সময় নেই।

জলদ। তোমাদের সংসারে এসে কনে-বৌ হয়ে রয়েছি, সংসারে কোন কথাতেই থাকি না।

মহেন। থাকবার কথাও নয়।

জলদ। তবুও তোমার স্ত্রী যে তাতো মিথ্যে নয়।

মহেন। যা বলতে এসেছ বল।

জলদ। তুমি কি এ বাড়ীর কেউ নও?

মহেন। কেন বল দেখি?

জলদ। দাসদাসীরা দেখতে পায়, আর তুমি পাও না।

মহেন। কি বলছ, জলদ?

জলদ। কর্ত্তার গিন্নীঅন্ত প্রাণ, তিনি তো আর কিছু বলবেন না, কিন্তু তোমার বলা উচিত।

মহেন। কী বলা উচিত তাই যে বুঝতে পারছি না!

জলদ। গিন্নীর ছেলেমেয়ে নেই, তাই সংসারের প্রতি কোন টান নেই, সব যে উড়িয়ে দিলেন দেখতে পাও না?

মহেন। উড়িয়ে দিচ্ছেন নাকি!

জলদ। তবে আর বলি কেন! সদাব্রত, দান খয়রাত, অতিথ-ফকির লেগেই আছে! সংসারের খরচ দিন দিন বেড়েই চলছে। আচ্ছা, তিনি না হয় পরকালের কাজ করছেন, কিন্তু তোমার ত ছেলে মেয়ে হবে, তখন তারা খাবে কি? নিজের জিনিষ বিলিয়ে দিয়ে শেষটায় ভিক্ষে করবে নাকি?

মহেন। তুমি কার কথা বলছ? মায়ের কথা?

জলদ। আমার পোড়া কপাল যে এসব আবার মুখ ফুটে বলতে হয়!

মহেন। তুমি মায়ের ছেলের কাছে, মায়ের ঘরে দাঁড়িয়ে, মায়েরই নামে নালিশ করছ?

জলদ। নালিশ মকদ্দমা বুঝি না, শুধু ভেতরের খবরটা জানিয়ে দিলাম, নইলে শেষে আমাকেই দোষ দিতে।

মহেন। তোমাকে দোষ দিতে যাব কোন্ বুদ্ধি নিয়ে?

জলদ। কেন, এতই কি তুচ্ছ আমি!

মহেন। সংসারের খরচের সম্বন্ধে ভাববেন বাবা, ভাববেন মা, দরকার হলে আমিও ভাবব। তুমি সেদিন এলে, তুমি কেন কথা কইবে?

জলদ। আমার ভালমন্দ আছে তো?

মহেন। তাও আমরা দেখব, তোমার বাপের বাড়ী হাঁড়ি চড়ে না, তুমি জমিদার বাড়ীব খরচের ব্যাপার কি বোঝ?

জলদ। তোমার মায়ের বাপের বাড়ীতেই বা কটি অতিথিশালা আছে শুনি?

মহেন। কি বললে?

জলদ। যা বলবার ছিল বলে গেলাম, যা করবার তুমি করো।

প্রস্থান

পার্ব্বতাব প্রবেশ

পার্ব্বতী। কি হয়েছে মহেন?

মহেন। কি বিয়ে দিলে মা, ওকে নিয়ে সংসার করা যায় না।

পার্ব্বতী। কেন বাবা?

মহেন। তোমার নামে নালিশ করে ও আমার কাছে!

পার্ব্বতী। কী নালিশ করলে?

মহেন। সে আমি বলতে পারব না মা।

পার্ব্বতী। আচ্ছা, আমিই তাকে ডাকছি।

মহেন। না মা, তার দরকার নেই।

পার্ব্বতী। দরকার আছে বাবা। আমি জানি শুধু ভুল বোঝবার দরুণ মানুষের জীবন কি ভাবে নষ্ট হয়ে যায়!

মহেন। তাহলে আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, খুব ধম্‌কে দিও মা।

পার্ব্বতী। ধম্‌কে মানুষকে তাতিয়ে দেওয়া যায়, তার হৃদয় জয় করা যায় না।

মহেনের প্রস্থান

জলদের প্রবেশ

পার্ব্বতী। এস মা এস, মহেনের কাছে তুমি আমার দোষের কথা বলেছ। বোকা মেয়ে বোঝ না ওরা আমার কোন দোষই দেখতে পায় না। ওর না পাক, আমি তো বুঝি দোষ ত্রুটি আমার কত।

জলদ। না মা, দোষ আমারই। দাসীরা খরচ-পত্র নিয়ে বলাবলি করে। তাই শুনে—

পার্ব্বতী। তুমি তোমার স্বামীকে এদিকে একটু দৃষ্টি দিতে বলেছ—

জলদ। আমার অন্যায় হয়েছে মা।

পার্ব্বতী। স্ত্রীর উচিত কাজই করেছ। তুমি এ সংসারের বড় বউ। সবই একদিন তোমাকে বুঝে শুনে নিতে হবে। আমি তেমন সংসারী নই, তাই খরচের দিকটা সব মন দিয়ে দেখতেও পারি না। এখন থেকে মহেনকে জিজ্ঞাসা না করে কিছু করব না।

ভুবন চৌধুরীর প্রবেশ

ভুবন। কনে-বৌ, এই যে বৌমাও রয়েছে, দুই জনেই শোন; অতিথি-শালাটা কিছু বাড়িয়ে ফেলতে চাই। যারা আসে তাদের সকলের ঠাঁই হয় না। কি বল তোমরা?

পার্ব্বতী। এখন আর খরচ বাড়িয়ে দরকার কি, দিনকতক জমুক; তারপর খরচের কথা ভাবা যাবে।

ভুবন। পরকালের দিকটা দেখা ত উচিত। কটা দিনই বা আমার মেয়াদ আছে! এই ত তোমাদের গাঁয়ের নারাণ মুখুজ্জ্যে মারা গেলেন।

পার্ব্বতী। মারা গেলেন!

ভুবন। তালসোনাপুরের একটি লোক এসেছিল, সে-ই বলে গেল।

পার্ব্বতী। শুধু এই কথা বললে, আর কিছু বললে না!

ভুবন। আর কিছুই ত বললে না।

পার্ব্বতী। আমি এখনই তালসোনাপুর যাব।

ভুবন। সে কি?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, আমি যাব।

ভুবন। বাপের বাড়ী যাবে, তাতে দোষ কি, কিন্তু এমন অসময়ে কেন?

পার্ব্বতী। অসময়ে বলেই তো রাতটা আমার সইবে না।

ভুবন। বেশ, মহেনকে বলি, সে ব্যবস্থা করে দিক।

প্রস্থান

জলদ। মা রাগ করো না, আমি অন্যায় করেছি।

মহেনেব প্রবেশ

মহেন। তুমি যদি রাগ করে চলে যাও, তাহলে আমরা যে আবার ভেসে যাব মা। মা'র পা ধরে ক্ষমা চাও জলদ।

পার্ব্বতী। তোমার ওপর আমি কি রাগ করতে পারি মা! আর সত্যি সত্যি অন্যায় তুমি কিছু করোনি। তালসোনাপুর যাচ্ছি আমার নিজের কাজে, দুদিনের বেশী আমি সেখানে থাকব না। মহেন, তুমি পাল্কীর ব্যবস্থা করে দাও বাবা।

মহেন। ষোল জন বেহারার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, বেলা থাকতে থাকতেই তারা তোমাকে তালসোনাপুরে পৌঁছে দেবে।

পার্ব্বতী। হ্যাঁ বাবা, বেলা থাকতে থাকতেই যেন পৌঁছুতে পারি। অবেলায় গেলে বড় অসহায় একটি লোককে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারব না।

মহেনের সহিত সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দেবদাসের ঘর

ধর্ম্মদাস ঘর পরিষ্কার করিতেছিলেন। পার্ব্বতী প্রবেশ করিল

পার্ব্বতী। ধর্ম্মদা !

ধর্ম্মদাস। এস দিদি, এস। কত দিন দেখিনি, বোস।

পার্ব্বতী। ইনি কোথায় ?

ধর্ম্মদাস। দু'ভায়ে দেখলাম, সেরেস্তার দিকে গেল, ডেকে আনব ?

পার্ব্বতী। কাজ সেরে নিজেই ফিরবেন তো ?

ধর্ম্মদাস। এসে অবধি এই ঘরটিতে চুপ করে বসে থাকে : কাঁদেও না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না।

পার্ব্বতী। তোমার খবর ভাল তো ?

ধর্ম্মদাস। কৈ আর ভাল ? কর্ত্তা চলে গেলেন, এইবার আমারও যেতে ইচ্ছে করে।

পার্ব্বতী। না, না, ধর্ম্মদা, তুমি যেও না। তুমি চলে গেলে আমার দেবদাকে দেখবার যে আর কেউ থাকবে না।

ধর্ম্মদাস। দেখতে আর চাইনে দিদি। ভগবানকে বলি, ভগবান বাঁচিয়ে যদি রাখ,চোখ দুটো নাও। চোখে যে দেখা যায় না দিদি।

পার্ব্বতী। আমায় সব খুলে বল ধর্ম্মদা।

ধর্ম্মদাস। খুলে আর কি বলব ছাই ! এ কি আর বলবার কথা ? কর্ত্তা চলে গেলেন, দেবদাসের হাতে অনেক টাকা পড়ল। আর রক্ষে নেই দিদি, আর রক্ষে নেই।

পার্ব্বতী। আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না—শেষে কি আমার দেবদা—

ধর্ম্মদাস। উচ্ছন্নে গেছে দিদি, উচ্ছন্নে গেছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, শুধু বোতল বোতল মদ।

পার্ব্বতী। শুধু বোতল বোতল মদ, দেবদা, আমার দেবদা!

ধর্ম্মদাস। তিন দিন, চার দিন এক নাগাড়ে পড়ে থাকে।

পার্ব্বতী। কোথায়?

ধর্ম্মদাস। সেই রাক্ষসীর বাড়ী। শুনছি অনেক হাজার টাকার গয়নাও গড়িয়ে দিয়েছে।

পার্ব্বতী। দেবদা, আমার দেবদা!

ধর্ম্মদাস। আর দেবদা! কী শরীর হয়ে গেছে! এত অত্যাচার কখন সয়? আমার জ্বালা, মুখ ফুটে এসব ওর মাকেও বলতে পারি না, ভাইকেও না, আবার নিজেও সইতে পারি না। তাই ত বলি দিদি এখন মলেই বাঁচি, পারুদি।

পার্ব্বতী। কী ধর্ম্মদা?

ধর্ম্মদাস। তোর কথা হয়ত শুনতে পারে। একবার বারণ করে দে দিদি, একবার বারণ করে দে।

পার্ব্বতী। তাই দেব।

ধর্ম্মদাস। আমি ধরে আনছি তোর কাছে। খুব কড়া করে বলবি. বলবি, তার এরকম করলে তুই আর মুখ দেখবি না!

পার্ব্বতী। আমি না মুখ দেখলে তাঁর কি এসে যায়, ধর্ম্মদা!

ধর্ম্মদাস। ওরে পারুদি, তুই পরস্ত্রী, কথাটা মুখে আনাও পাপ! তবু বলি দিদি, তুই যদি আমার দেবতারে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে একটা বুড়োরে না বিয়ে করতিস, তাহলে কোন রাক্ষসীই দেবতারে দানব বানাতে পারতো না দিদি, দানব বানাতে পারতো না।

প্রস্থান

দেবদাসের প্রবেশ

দেবদাস। পার্ব্বতী এসেছ ? বোস। কখন এলে ?

পার্ব্বতী। এই আসছি।

দেবদাস। আমার এই দুঃখের দিনে দূরে থাকতে পারলে না বুঝি ? আজ তিন বছর পর দেখা, না ?

পার্ব্বতী। তিন বছর আগে এই ঘরে এমনি হঠাৎ এসে তোমাকে চমকে দিয়েছিলাম।

দেবদাস। সেদিন যা করিনি আজ যদি তাই করি ?

পার্ব্বতী। কি ?

দেবদাস। বাঁধে দাঁড়িয়ে বাঘিনীর মত ঘাড় ফুলিয়ে যা বলেছিলি, তাই যদি করি ? যদি অপবাদ রটিয়ে দিই ? (পার্ব্বতী মুখ ঢাকিল) বুঝিরে বুঝি ! সে সব ভাবতেও তোর লজ্জা হয়। না রে ? তাতে আর লজ্জা কি ? মুখে বলেছিলি বৈ ত নয় ! মনে ঠিক জানিস মরে গেলেও তোর দেবতা তোর নামে অপবাদ দিতে পারে না—দুজনে মিলে একটা ছেলেমানুষি করে ফেলে এই দেখ, দেখি, মাঝখান থেকে কি সব গোলমাল হয়ে গেল ! রাগ করে তুইও যা ইচ্ছে তাই বললি, আমি তোরও কপালের ওর একটা কালো দাগ এঁকে দিলাম। দাগটা এখনও আছে নাকি রে ?

পার্ব্বতী। আছে।

দেবদাস। পারু !

পার্ব্বতী। বল।

দেবদাস। তোর ওপর আমার বড় রাগ হয়। বাবা নেই, আজ আমার বড় দুঃখের দিন। তুই থাকলে এত দুঃখে পেতে হত না, এত ভাবনা থাকত না। বড় বৌকে জানিস তো ; দাদার স্বভাবও কিছু তোর

কাছে লুকোনো নেই। বল্ দেখি মাকে নিয়ে এ সময়ে আমি কি করি? আর আমার ভাববারই বা কে আছে? তুই থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে সব তোর হাতে ফেলে দিয়ে—(পার্ব্বতী কাঁদিতে লাগিল) ও কিরে, কাঁদছিস, তবে আর বলা হল না।

পার্ব্বতী সামলাইয়া লইল

তোর নামে একটা কথা শুনলাম রে পারু।

পার্ব্বতী। কি শুনেছ?

দেবদাস। আগে আমার দিকে চেয়ে দেখ্।

পার্ব্বতী। বল।

দেবদাস। তুই নাকি খুব পাকা গিন্নী হয়েছিস্ রে?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ।

দেবদাস। হাসি পায় রে, হাসি পায়। ছিলি তুই এতটুকু; কত বড় হলি; বড় বাড়ী, বড় জমিদারী, বড় বড় ছেলে মেয়ে, আর স্বয়ং চৌধুরীমশাই—সবই বড়—না রে পারু?

পার্ব্বতী। নইলে কি আর বড় লোক হতে পারতাম দেবদা!

দেবদাস। সত্যিকারের বড় লোক হতে হলে পরোপকারে মন দিতে হয়। আমার একটা উপকার করতে পারিস্ ভাই?

পার্ব্বতী। কি বল?

দেবদাস। তোদের দেশে ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?

পার্ব্বতী। মেয়ে! কি করবে?

দেবদাস। তোর মত সংসারী হয়ে বুঝতে চাই তাতে কত সুখ।

পার্ব্বতী। খুব সুন্দরী মেয়ে চাও ত?

দেবদাস। হ্যাঁ, তোর মত।

পার্ব্বতী। তাই বলে আমার মত দুষ্ট মেয়ে চাও না নিশ্চয় ?

দেবদাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চাই। তোরই মত দুষ্টু, তোরই মত আমার সঙ্গে যে ঝগড়া করতে পারবে।

পার্ব্বতী। ঝগড়া তোমার সঙ্গে কেই বা আমার মত করতে পারবে দেবদা!

দেবদাস। তা হলে তোর মত মেয়ে আমার ভাগ্যে নেই বল্।

পার্ব্বতী। আমার মত কত হাজার হাজার মেয়ে তোমার পায়ে আসতে পেলে ধন্যি হয়।

দেবদাস। হাজারে লোভ নেই পারু, আপাততঃ একটিই যোগাড় করে দে।

পার্ব্বতী। সত্যি বিয়ে করবে ?

দেবদাস। বললাম তো।

পার্ব্বতী। কিন্তু।

দেবদাস। কিন্তু বলে অত বড একটা ঢোঁক গিলে ফেললি ! বুঝলাম। তোকে দিয়ে হবে না। দেখি খুঁজে পেতে নিজেই একটা আবিষ্কার করতে পারি কিনা—

পার্ব্বতী। দেবদা—

দেবদাস। কিরে পারু ?

পার্ব্বতী। তুমি মদ খেতে শিখলে কেন ?

দেবদাস। খেতে কি কোন জিনিষ শিখতে হয় রে বোকা, ক্ষিধে পেলেই খেতে হয়, ক্ষিধে—ক্ষিধে—আসল জিনিষ ক্ষিধেরে পারু —ক্ষিধে। ক্ষিধের সময় অন্ধেরও হাত যেমন ভাতের গরাস ঠিক মুখে ফেলে দেয়, তেমন মাতালেরও ডান হাতে অব্যর্থ সন্ধানে মদের গ্লাস মুখে তুলে ধরে।

পার্ব্বতী। তা হলে যা শুনেছি তা সত্যি ?

দেবদাস। তোকে কে বললে? ধর্ম্মদাস বুঝি?

পার্ব্বতী। যেই বলুক, কথাটা কি সত্যি?

দেবদাস। কতক বটে।

পার্ব্বতী। আর কত হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে দিয়েছ না?

দেবদাস। দিই নি, গড়িয়ে রেখেছি, তুই নিবি?

পার্ব্বতী। দাও না, এই দেখ না আমার একটিও গয়না নেই।

দেবদাস। চৌধুরীমশাই তোকে দেন নি।

পার্ব্বতী। দিয়েছিলেন, আমি সে-সব তাঁর মেয়েকে দিয়ে দিয়েছি।

দেবদাস। তোর বুঝি দরকার নেই?

পার্ব্বতী। না।

দেবদাস। স্ত্রীলোক কম দুঃখে নিজের হাতে নিজের গা থেকে গয়না খুলে অপরকে বিলিয়ে দেয় না পারু।

পার্ব্বতী। তেমন দুঃখের কারণ কি আমার থাকতে পারে না দেবদা?

দেবদাস। কোন স্ত্রীলোককেই আমি ভালবাসিনি পারু, কাউকেই গয়না দিই নি।

পার্ব্বতী। তবে প্রতিজ্ঞা কর মদ আর খাবে না।

দেবদাস। পারব না।

পার্ব্বতী। কেন পারবে না?

দেবদাস। তুই কি প্রতিজ্ঞা করতে পারিস আমার কথা আর ভাববি নি।

পার্ব্বতী মুখ ঘুরাইল

সন্ধ্যে হলো পারু।

পার্ব্বতী। জানি।

দেবদাস। এখন বাড়ী যা পারু।

পার্ব্বতী। আগে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি যাব।

দেবদাস। প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি না।

পার্ব্বতী। তবে আমিও যাব না।

দেবদাস। সবাই কি সব কাজ পারে ?

পার্ব্বতী। ইচ্ছে করলেই পারে।

দেবদাস। তুই পারিস আজ রাতে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে !

পার্ব্বতী। দেবদা ! তুমি তো জান তা পারা যায় না।

দেবদাস। তবে ? আমি দোর খুলে দিই, তুই এখন যা পারু. কাল আবার আসিস্।

পার্ব্বতী। না, না, আগে তুমি প্রতিজ্ঞা কর।

দেবদাস। আমি রাখতে পারব না, কেন আমাকে মিথ্যাবাদী করবি।

পার্ব্বতী। তা হলে আমিও যাব না, কিছুতেই যাব না, এইখানে পড়ে থাকব।

পায়ের কাছে বসিল

দেবদাস। ছিঃ পারু !

পার্ব্বতী। আমি যাব না—যাব না—যাব না—আমার যে বড় কষ্ট দেবদা।

দেবদাস। জানি পারু, আমি তা বুঝি।

পার্ব্বতী। অভিমান করে যখন নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিলাম, তখন ভাবি নি সে কুড়ুল একদিন আমার মাথাতেই পড়বে। তুমি দেবদা, তুমি জেনে, বুঝে, নিজেকে পলে পলে, তিলে তিলে ধ্বংস করছ, আর আমি পরের সংসার রক্ষা করবার জন্য নিজের সর্ব্বস্ব উপেক্ষা করছি ! আমি মরে যাচ্ছি দেবদা ! কখন তোমার সেবা করতে পেলাম না। আমার আজন্মের সাধ যে অপূর্ণ রইল দেবদা !

দেবদাস। তারও সময় আছে রে পারু।

পার্ব্বতী। তবে আমার সঙ্গে চল! আমার কাছেই তুমি থাকবে। এখানে তোমাকে দেখবার যে কেউ নেই দেবদা।

দেবদাস। তোর বাড়ীতে গেলে খুব যত্ন করবি তো?

পার্ব্বতী। আমার ছেলে-বেলার সাধ, স্বর্গের ঠাকুর। আমার এই সাধটি পূর্ণ করে দাও, তারপর মরি দুঃখ নেই। চল দেবদা, আমার সঙ্গে চল।

দেবদাস। আচ্ছা যাব।

পার্ব্বতী। আমাকে ছুঁয়ে বল।

পার্ব্বতীর মাথায় হাত দিয়া

দেবদাস। তোকে ছুঁয়ে শপথ করছি একথা কখন ভুলব না. আমাকে যত্ন করলে যদি তোর দুঃখ ঘোচে, আমি নিশ্চয় যাব। মরবার সময়ও একথা আমার মনে থাকবে যে আমাকে সেবা করবার জন্যে তুই হাত স্নেহে ভরে নিয়ে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে আমার তপস্যারতা পার্ব্বতী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রমুখীর ঘর

মলিন বিছানা, কালো পেড়ে একখানা শাড়ী পরিয়া চন্দ্রমুখী গান গাহিতেছিল এবং কাঁদিতেছিল। গান থামিলে বসন্ত প্রবেশ করিল

বসন্ত। চাঁদের জন্য কুমুদ কাঁদে, চকোর কাঁদে, বিরহীও কাঁদে শুনেছি; কিন্তু চাঁদ কা'রো জন্যে কাঁদে তাতো শুনি নি। ছমাস ধরে দেখছি চন্দ্রমুখীও কাঁদে—

চন্দ্রমুখী। তোমরাই ত বল চোখের জল গঙ্গাজলের মত পবিত্র।

বসন্ত। যারা বলে, কান্না তাদের কাছে কাব্য! তারা নিজেরা কখনো কাঁদে নি, তাই তারা বোঝে না কান্না কেমন করে বুকের পাঁজরগুলো এক এক করে ভেঙ্গে ফেলে, হৃৎপিণ্ডকে চেপে চেপে চুপসে দেয়।

চন্দ্রমুখী। তুমি জানলে কি করে, তুমি তো কখন কাঁদ নি?

বসন্ত। পাষাণকে কখনো কাঁদতে দেখেছ চন্দ্রমুখী? নিশ্চয় দেখ নি! এই জন্যেই দেখ নি যে, অনেক অশ্রুবিন্দু জমে জমে পাষাণ হয়; সে কাঁদে না, কিন্তু জানে কান্না কী।

চন্দ্রমুখী। সত্যিই তোমাকে বুঝতে পারলাম না।

জনৈকা নারীর প্রবেশ

নারী। ওলো চন্দ্রমুখী, তোকে কে খুঁজছে।

প্রস্থান

চন্দ্রমুখী। আমাকে! কে বসন্ত?

বসন্ত। সেই একই প্রশ্ন, কে—কে—কে ?

চন্দ্রমুখী। বলে দাও আমি এখান থেকে উঠে গেছি।

বসন্ত। উঃ হুঁঃ হুঁঃ—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়ায়ে দেখিও তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

চন্দ্রমুখী। তাই ত, কে এল বল ত?

বসন্ত। দেবদাস নয় ত ?

চন্দ্রমুখী। দেবদাস !

নেপথ্যে দেবদাস। চন্দ্রমুখী ঘরে আছ ?

চন্দ্রমুখী। কে !

বসন্ত। Knock and it will open unto you

দেবদাসের প্রবেশ

দেবদাস। বসন্তবাবু না ?

বসন্ত। চন্দ্রমুখী তার কুঞ্জ পুড়িয়ে দিলে, কোকিল দোয়েল শ্যামা সব উড়ে গেল, ফিঙে আমি পরমানন্দে ছাই ঘাঁটছি।

দেবদাস। চন্দ্রমুখী কোথায় ?

বসন্ত। সামনেই আছে, দুপা এগিয়ে যান না।

চন্দ্রমুখী। এস !

দেবদাস। তুমি চন্দ্রমুখী ?

চন্দ্রমুখী। একেবারে ভুলে গেছ ! বোস, ভাল করে বোস ; আমি জুতো খুলে দিচ্ছি।

দেবদাস। না—না।

চন্দ্রমুখী। তোমার জুতো ছুঁলে আমার জাত যাবে না।

বসন্ত। The show is now on, and the show-boy should

have a clean fade out ! আমে দুধে মিশে গেল, আঁটি এখন গড়িয়ে গড়িয়ে চলুন আস্তাকুঁড়ে।

প্রস্থান

দেবদাস। কিন্তু এমন হোল কেমন করে ?

চন্দ্রমুখী। কি হ'ল !

দেবদাস। এই দুর্দ্দশা।

চন্দ্রমুখী। দুর্দ্দশা বলে কে ? আমার ভাগ্য খুলেছে।

দেবদাস। গায়ের গয়না গেল কোথায় ?

চন্দ্রমুখী। বেচে ফেলেছি।

দেবদাস। ঘরের আসবাব সব ?

চন্দ্রমুখী। তাও বেচেছি।

দেবদাস। চুণীবাবু কোথায় ?

চন্দ্রমুখী। ঝগড়া করে চলে গেছে, আর আসে না।

দেবদাস। ঝগড়া কেন ?

চন্দ্রমুখী। ঝগড়া কি হয় না !

দেবদাস। কারণটাই শুনি ?

চন্দ্রমুখী। দালালি করতে এসেছিল।

দেবদাস। কিসের দালালি ?

চন্দ্রমুখী। পাটের।

দেবদাস। পাটের !

চন্দ্রমুখী। তুমি বুঝতে পার না কেন ? একজন বড়লোক ধরে এনেছিল। মাসে দুশো টাকা, একরাশ গয়না, আর দরজার সামনে এক দারোয়ান, বুঝলে ?

দেবাস। কৈ সে-সব কিছুই ত দেখছি না।

চন্দ্রমুখী। থাকলে ত দেখবে! চুণীকে ঐজন্যেই তো তাড়িয়ে দিলাম।

দেবদাস। অপরাধ?

চন্দ্রমুখী। অপরাধ হয়ত খুব ছিল না, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

দেবদাস। এসব যদি ভালই না লাগে, তাহলে এখানে এই ভাবে পড়ে আছ কিসের আশায়?

চন্দ্রমুখী। দেবতার সামনে মানুষ হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে যে আশায়, সে আশা আমার পূর্ণ হয়েছে, তুমি দেখা দিলে, এইবার চলে যাব।

দেবদাস। তীর্থে যাবে ঠিক করেছ?

চন্দ্রমুখী। না, তীর্থে আমার আস্থা নেই।

দেবদাস। তীর্থেও যাবে না, কারু আশ্রয়েও থাকবে না, তবে কী করবে তুমি? দাসীবৃত্তি করবে?

চন্দ্রমুখী। দাসীবৃত্তি, না অতটা পারব না, স্বাধীন ভাবেই থাকব।

দেবদাস। তাহলে আবারও প্রলোভনে পড়বে?

চন্দ্রমুখী। স্ত্রীলোকের লোভ বেশী মানি, কিন্তু আমার লোভের যা জিনিষ যখন ইচ্ছে করেই ত্যাগ করতে পেরেছি তখন আর ভয় নেই।

দেবদাস। স্ত্রীলোকের মন বড় চঞ্চল, বড় অবিশ্বাসী।

চন্দ্রমুখী। অখ্যাতি করতেও তোমরা, আর সুখ্যাতি করতেও তোমরা। তোমরা এসে যখন ভালবাসা জানাও, কত কথায় কত ভাবে যখন প্রেমের তুফান ছুটিয়ে দাও, আমরা চুপ করে থাকি, অনেক সময় সত্যি কথা বলে কষ্ট দিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়, সঙ্কোচ হয়, মুখ দেখাতেও ঘৃণা হয়, লজ্জায় তখন বলতে পারি না—ওগো আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না, তাই শুরু হয় আমাদের অভিনয়, তারপর একদিন যখন সে অভিনয় আর জমে না, তখন সম্বন্ধ ছিঁড়ে

যায়, পুরুষ রেগে বলে "কি বিশ্বাসঘাতিনী", সবাই সেই কথা শোনে, সবাই সেই কথাই বোঝে, আমরা তখন চুপ করে থাকি।

দেবদাস। এ সব কথা কেন চন্দ্রমুখী ?

চন্দ্রমুখী। কি অকারণেই তোমরা যে ঘৃণা কর, তাই বুঝিয়ে দিতে চাই।

দেবদাস। তোমাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়।

চন্দ্রমুখী। সেই তো আরও আশ্চর্য্যের কথা দেবদাস যে, আমাদের নিয়ে সখ করবার যাদের সময় হয়, আমাদের নিয়ে খেলা করবার সময় যাদের হয়, আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের হয় না, কি যে সত্যিকারের ভালবাসা সে সহ্য করে, শুধু অন্তরে ভালবেসেও যে তার কত সুখ, কত তৃপ্তি! যে টের পায় সে সংসারের মাঝে দুঃখ অশান্তি আনতে চায় না।

দেবদাস। এও পার্ব্বতীর কথা।

চন্দ্রমুখী। তোমার পার্ব্বতী যা পারে, আর কেউ যে তা পারে না, তাই বা মনে কর কেন ?

দেবদাস। আর কারু কথা শুনে কি হবে চন্দ্রমুখী।

চন্দ্রমুখী। দেবদাস আমি নিশ্চিত জানি, পার্ব্বতী তোমায় ঠকায়নি, তুমিই নিজেকে ঠকিয়েছ, তুমি যে কি আকর্ষণ তা যে কখন তোমাকে ভালবেসেছে সেই জানে, এই স্বর্গ থেকে সাধ করে ফিরে যাবে এমন মেয়েমানুষ কি পৃথিবীতে আছে ?

দেবদাস। আজ এসব তুমি কি বলছ চন্দ্রমুখী ?

চন্দ্রমুখী। যাকে ভালবাসি না, সে যদি জোর করে ভালবাসার কথা শোনায়, তার চেয়ে বড় বিপদ আর নেই—না? কিন্তু আমি শুধু পার্ব্বতীর জন্যে ওকালতী করছিলাম, নিজের জন্যে নয়।

দেবদাস। আমি এবার যাই।

চন্দ্রমুখী। কখনো তোমাকে সজ্ঞানে পাইনি, কখন তোমার হাত দুখানি ধরে এমন করে কথা বলতেও পারিনি, এ কি তৃপ্তি।

দেবদাস। আমি যাই চন্দ্রমুখী।

চন্দ্রমুখী। ভয় কি, আমি তোমাকে আর ভুলিয়ে রাখতে চাই না, সেদিন আমার কেটে গেছে, এখন তুমিও আমাকে যতখানি ঘৃণা কর আমিও তোমাকে ততখানিই ঘৃণা করি।

দেবদাস। আমি চল্লুম, যেখানে যাও খবর দিও, আর যদি কখন কিছু দরকার হয় আমাকে লজ্জা করো না।

চন্দ্রমুখী। তবে এস, (প্রণাম করিল) আশীর্ব্বাদ কর যেন সুখী হই। আর একটা কথা, ঈশ্বর না করুন, কখনো দাসীর দরকার হ'লে আমাকে মনে করো।

দেবদাস। আচ্ছা।

চন্দ্রমুখী। ভগবান—ভগবান আর একবার যেন দেখা হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবদাসের বাগানবাড়ী

দুখানি চেয়ার একটি টেবিল, বসিয়া চুণীলাল মদ খাইতেছিল। ধর্ম্মদাস প্রবেশ করিল

ধর্ম্মদাস। এ সব যদি খেতে হয়, এখানে বসে না খেলেই পার চুণীবাবু।

চুণীলাল। তুমি কি ভাবছ তোমার বাবু স্পর্শও করে না।

ধর্ম্মদাস। তুমি কাঁধে ভর না করলে, এসব কোনদিনই সে ছুঁতো না, সে যে দেবতা ছিল চুণীবাবু, সত্যি সত্যি দেবতা ছিল।

চুণীলাল। ভেবে দেখ ধর্ম্মদাস, তোমার সঙ্গে আমারও বেশ আলাপ হয়েছে তাই বলে তুমি ত মদ ধরলে না, তোমার দেবতাই বা ধরলে কেন ?

ধর্ম্মদাস। কচি ছেলে যা দেখে তাই শেখে, হায় হায়, শরীর গেল, বিষয় আশয় সব গেল।

চুণীলাল। তাও গেল না কি ?

ধর্ম্মদাস। কি আর রইল !

চুণীলাল। একজন ম্যানেজার রাখতে বল ধর্ম্মদাস, ভাল দেখে একজন ম্যানেজার রাখতে বল।

ধর্ম্মদাস। আবার ম্যানেজার ডাইনির হাতে ছেলে তুলে দেওয়া !

চুণীলাল। তোমার বাবুর ভাল হোত।

ধর্ম্মদাস। চুণীবাবু !

চুণীলাল। বল।

ধর্ম্মদাস। সত্যিই কি তুমি চাও দেবতার আমার ভাল হোক, বল সত্যি করে, সেই কথাটাই বল তুমি।

চুণীলাল। চাই বৈকি।

ধর্ম্মদাস। তা'হলে ভালয় ভালয় তুমি বিদেয় হও।

দেবদাসের প্রবেশ

দেবদাস। ধর্ম্মদাস, মদ নিয়ে আয়।

ধর্ম্মদাসের প্রস্থান

আরে চুণীবাবু যে, তৈরী ! দাও, দাও !

চুণীবাবু। কোথায় থেকে খেয়ে এলে ?

দেবদাস। জুটে যায় হে জুটে যায়, তারপর কোথায় লুকিয়ে ছিলে এতদিন ?

চুণীলাল। বল কেন ভাই, পাওনাদারগুলো বড় বিরক্ত করছিল, তাই এতদিন গা ঢাকা দিয়েছিলাম।

দেবদাস। কতদিন তোমার মেসে গেলাম।

চুণীলাল। মেসের বাসা তুলে দিয়েছি, কাউকে ঠিকানা দিই না।

দেবদাস। চন্দ্রমুখীকে দেওয়া উচিত ছিল।

চুণীলাল। কেন, এত লোক থাকতে চন্দ্রমুখীকে কেন ?

দেবদাস। একেবারে অসহায় কি না।

চুণীলাল। যা দর্প তেজ অহঙ্কার—

দেবদাস। ঠিক, ঠিক, কেঁচোর মত বুকে হাঁটতে যারা রাজী হবে না তাদের আমরা কেউ ক্ষমা করব না, আমিও করিনি, আমিও দর্প সইতে পারি না।

চুণীলাল। চন্দ্রমুখীর নাম আমি আর সইতে পারি না, এত বড় অকৃতজ্ঞ—

দেবদাস। অকৃতজ্ঞ, কে অকৃতজ্ঞ চুণীবাবু ?

চুণীলাল। চন্দ্রমুখী।

দেবদাস। ওঃ—আমি ভেবেছিলাম—

চুণীলাল। কে ?

দেবদাস। তুমি তাকে জান না।

চুণীলাল। দেবদাস।

দেবদাস। আগে আমার কথার জবাব দাও।

চুণীলাল। বল।

দেবদাস। চন্দ্রমুখী অকৃতজ্ঞ ?

চুণীলাল। নিশ্চয়।

দেবদাস। তোমার কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকবার কারণ কি চুণীবাবু, বল আমি শুনতে চাই।

চুণীলাল। তার ভালর জন্য কত কি করলাম, আর আমারই সঙ্গে ঝগড়া করলে।

দেবদাস। তোমার দুটো একটা ভাল কাজের দৃষ্টান্ত দাও ত?

চুণীলাল। আমি তাকে দশ ভরি সোনা দিয়েছি।

দেবদাস। অমনি দিয়েছ, রাস্তার একটা ভিখারীকে দশটা পয়সা দাও না। যে তুমি দশটা পয়সা দাও না, সেই তুমি চন্দ্রমুখীকে দশ ভরি সোনা দিয়েছ, নিছক পরোপকারের জন্যে নিশ্চয় নয়, দিয়েছ নিজের কোন লোভের আশায়, লোভের তাড়ায়, লোভ তোমার, আর কৃতজ্ঞ থাকবে চন্দ্রমুখী! বাঃ চুণীবাবু, চমৎকার বিচার তোমার!

চুণীলাল। আরও অনেক করেছি।

দেবদাস। আর করেছ দালালি।

চুণীলাল। সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যাচ্ছিল তখন আমিই—

দেবদাস। থাম, থাম, আর নির্ল্লজ্জতার পরিচয় দিও না, মদ খেতে এসেছ, পেট ভরে মদ খেয়ে চলে যাও।

চুণীলাল। আমি মদ খেতে আসিনি।

দেবদাস। চন্দ্রমুখীর অকৃতজ্ঞতার ইতিহাস শোনাতে এসেছ?

চুণীলাল। না, তোমার কাছে একটা চাকরীর আবেদন নিয়ে এসেছি।

দেবদাস। আমার কাছে চাকরীর আবেদন, মানে?

চুণীলাল। আমি শুনেছি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তুমি বিষয় বখরা করে নিয়েছ।

দেবদাস। ধর্ম্মদাস বলেছে বুঝি?

চুণীলাল। বলেছে তোমার বিষয় উড়ে পুড়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখলাম একজন ম্যানেজার রাখলে বিষয়টা থাকে, সেই ম্যানেজারের কাজটা আমায় দাও না।

দেবদাস। না বাবা, শেষটায় আবার অকৃতজ্ঞতার অপরাধটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।

চুণীলাল। আমি তোমার চাকর হয়ে থাকব যে।

দেবদাস। চন্দ্রমুখীকেও শুনিয়ে কতদিন বলেছ আমি তোমার গোলাম চন্দ্রমুখী, আমার সামনেই বলেছ।

চুণীলাল। চন্দ্রমুখীকে তুমি ভুলতে পারনি?

দেবদাস। ভোলবার মত মেয়েও চন্দ্রমুখী নয়, তার শূন্য ঘর, তার অলঙ্কারহীন দেহ, আমি একদিন নিজের চোখে দেখে এসেছি, আর আজ এই মাত্র শুনে এলাম কাউকে কিছু না বলে কোথায় যেন সে চলে গেছে।

চুণীলাল। চন্দ্রমুখীকে তুমি কদিন দেখছ দেবদাস, আর কটি চন্দ্রমুখীই বা দেখেছ তুমি, ওদের বৈরাগ্যের উদয় কখন হয় জান, যখন নতুন করে ওরা প্রেমে পড়ে। নতুনের লোভে ওরা পুরোনোকে ত্যাগ করে, অনভিজ্ঞরা বাহবা দেয়, অভিজ্ঞেরা ঠোঁট চেপে হাসে।

দেবদাস। তোমার সেই হাসিই যে দেখা যাচ্ছে চুণীবাবু।

চুণীলাল। তুমি চোখে দেখে এসেও যা বুঝতে পারনি, তোমার মুখের কথা শুনেই আমি তা বুঝে নিয়েছি, চন্দ্রমুখীর বাড়ীতে বসন্তকে দেখেছিলে?

দেবদাস। হাঁ দেখেছিলাম।

চুণীলাল। আর কেউ ছিল?

দেবদাস। না, একা বসন্ত ছিল।

চুণীলাল। আর কিছুদিন যাক্, দেখতে পাবে ঐ বসন্তের হাওয়া লেগেই চন্দ্রমুখীর কুঞ্জে থরে থরে প্রেমের ফুল ফুটে উঠেছে।

দেবদাস। তুমি আমায় দেখাতে পারবে?

চুণীলাল। বেঁচে থাকলেই পারব।

ধর্ম্মদাসের প্রবেশ

ধর্ম্মদাস। দাদাবাবু!

দেবদাস। কে?

ধর্ম্মদাস। সেই হাসি মুখে যে পাঁক ঘাঁটে, সে দেখা করতে এসেছে।

দেবদাস। ডেকে নিয়ে আয়, কাউকে লুকিয়ে আমি থাকব না। সবাইকে দেখিয়ে সোরগোল তুলে নরকে নেমে চন্দ্রমুখীকে খুঁজে বার করব।

চুণীলাল। দেবদাস—দেবদাস!

দেবদাস। তোমাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে চুণীবাবু; হাত ধরে আমার সঙ্গে ধাপে ধাপে নামতে হবে।

বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। দেবদাসবাবু!

দেবদাস। কে?

চুণীলাল। বসন্ত যে বড় এখানে?

বসন্ত। ফিঙের স্বধর্ম্ম পালন করছি, পেছু লেগে রয়েছি।

দেবদাস। চন্দ্রমুখী পাঠিয়েছে?

বসন্ত। আর কে আমাকে পাঠাতে পারে, আর আপনার কথাই বা কে ভাবতে পারে!

দেবদাস। টাকার অভাব হয়েছে, টাকা-ফাকা কিছু হবে না।

বসন্ত। অভাবের সময় মহাজনকে স্মরণ করতে বলেছিলেন।

দেবদাস। যে বলেছিল সে আর নেই!

বসন্ত। তাত দেখতে পাচ্ছি, চুণীবাবু চুণ কালি মাখিয়ে এক অপরূপ দেবদাস গড়ে তুলেছে।

দেবদাস। অপরূপ দেবদাস, সত্য বলেছ বসন্তবাবু, অপরূপ দেবদাস।

বসন্ত। তোমার সঙ্গে কথা আছে, চুণীবাবু।

চুণীলাল। আমার সঙ্গে! চন্দ্রমুখীর কোন হুকুম আছে নাকি?

বসন্ত। চন্দ্রমুখী তোমার নামও মুখে আনে না, হুকুম আমার।

চুণীলাল। তোমার?

বসন্ত। হ্যাঁ আমার। আর তোমাকে তা মেনে চলতে হবে।

দেবদাস। না, না, চুণীলাল আর কারুর হুকুম মানবে না।

চুণীলাল। নিশ্চয় মানব। হুকুম ফরমাইয়ে জনাব।

বসন্ত। দেবদাসের সঙ্গ তোমাকে ছাড়তে হবে।

দেবদাস। আমি তো ওকে ছাড়ব না।

চুণীলাল। আমার দালালি চন্দ্রমুখী সইতে পারল না, কিন্তু বসন্তের দালালি বেশ মেনে নিচ্ছে ত!

বসন্ত। Shut up! You rascal.

দেবদাস। ওটা চুণীর কাছে বড গালাগালি নয়, বসন্তবাবু।

চুণীলাল। আমি তো rascal, কিন্তু দেবতা হয়ে তুমি যে মাঝে মাঝে উদয় হয়ে বেশ দুপয়সা দুয়ে নিয়ে যাচ্ছো! আজ আমি সামনে ছিলাম বলেই সুবিধা করতে পারলে না। ভাল করে কথাটা শুনে যাও বসন্তবাবু, দেবদাসের সঙ্গ আমি ছাড়ব না। তোমাদের মাণিক-জোড়ের নেক-নজর থেকে ওকে আমি বাঁচাবই। নইলে আমার ধর্ম্মে সইবে না।

দেবদাস। চুণীবাবু, আর যা বলো বলো, ধর্ম্মের কথা তুমি আর মুখে এনো না। অমনিই বেশ আছো।

চুণীলাল। একটু থামো ভাই দেবদাস, বসন্তবাবুকে বলতে দাও। বল বসন্তবাবু। তোমার সব কথাগুলোই বলে ফেল।

বসন্ত। তোমাকে কিছু বলবার নেই।

দেবদাস। রাগ করো না বসন্তবাবু। চুণীলালের তৈরী এই অপরূপ দেবদাস কারু দিকে আর চেয়ে দেখবে না, কারুর মুখের কথা বিশ্বাস করবে না, চুণীবাবুর হাত ধরে নরকের পথে ধাপে ধাপে নেবে যাবে। চল চুণীবাবু, চল।

চুণীলালের হাত ধরিয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রমুখীর পল্লীভবন

চন্দ্রমুখী। ঐ থালা থেকে চাল নিয়ে যাও, বাবা।

বাউল। হাতে করে তো কোনদিন তুমি দিলে না, মা।

চন্দ্রমুখী। দুই হাতে নিয়ে নিয়ে হাতে কলঙ্ক মেখে রেখেছি বাবা, তাই ভরসা হয় না।

বাউল চাল লইল

বাউল। তোমার আরও ছেলেরা এল মা, আমি এবার আসি।

চন্দ্রমুখী। এস বাবা, আশীর্ব্বাদ কর, এমনি শান্তিতেই যেন আমার দিন কাটে।

বাউল। তুমি তাঁকে পাবে, মা।

চন্দ্রমুখী। পাব বাবা?

বাউল। ব্রজ ছেড়ে সেও যে কেঁদে কেঁদে ফিরেছিল।

চন্দ্রমুখী। পাবার স্পর্দ্ধা রাখি না বাবা, শুধু একবার দেখা চাই।

বাউলের প্রস্থান

নন্দ, পতিরাম ও রঘুর প্রবেশ

রঘু। মা গো, তোমার পতিরামকে বাঁচাও মা।

চন্দ্রমুখী। কেন পতিরামের কি ব্যায়রাম হ'ল ?

পতিরাম। ব্যায়রাম হলে ত বাঁচতাম, মা। মরে নিশ্চিন্ত হতাম।

রঘু। পতিরাম আরও এককুড়ি টাকা চায়, মা।

চন্দ্রমুখী। ওকে আর টাকা দেবো না।

নন্দ। ও তাহ'লে এবার জমিতে লাঙ্গল ধরাতে পারবে না।

পতিরাম। ছেলেপেলেগুলো না খেয়ে মরবে, মা।

চন্দ্রমুখী। ওকে নিয়ে কি করি বলত রঘু? টাকা নেবে আর ফিরিয়ে দেবে না!

রঘু। এবার ফসল কেটে আমরাই তোমার বাড়ী তুলে দিয়ে যাব, মা।

চন্দ্রমুখী। ওর ছেলেমেয়ে খাবে কি ?

রঘু। অত তোমার দেখতে হবে না। সুদ দেবে না, আবার ছেলেপিলে দেখাবে। একবারটি ওকে দিয়ে দাও মা।

নন্দ। তুমিই ত আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছ, মা।

রঘু। ভৈরবের ছেলের বিয়েতে তুমি সাড়ে দশ গণ্ডা পণ দিয়েছ, লাঙ্গল দিয়েছ—ভৈরবেরা তোমার গোলাম হয়ে রয়েছে।

পতিরাম। আমরাও তোমার গোলাম হয়ে থাকব, মা।

চন্দ্রমুখী। গোলাম কাউকে হতে হবে না। তোমরা বলছ, দেবো। ও বেলা এসে নিয়ে যেও।

রঘু। ব্যস্, আর কিরে পতিরাম, মায়ের হুকুম হয়ে গেল, চল এবার মাঠে চল। আসি মা।

সকলে প্রস্থান করিল

বসন্ত প্রবেশ করিল

চন্দ্রমুখী। কখন এলে ?

বসন্ত। ঘড়ি নেই বলতে পারলাম না ভাই—লেট্ করলাম কি আগে এলাম।

চন্দ্রমুখী। দেখা পেয়েছ ?

বসন্ত। পেয়েছি।

চন্দ্রমুখী। টাকা ?

বসন্ত। এনেছি। এই নাও।

নোট দিল

চন্দ্রমুখী। দেখলে দিলেন কিনা ?

বসন্ত। দেখলাম ত !

চন্দ্রমুখী। কেমন আছেন ?

বসন্ত। খাসা।

চন্দ্রমুখী। শরীর সেরেছে ?

বসন্ত। সম্ভব, নইলে অত মদ হজম করতে পারে ?

চন্দ্রমুখী। খুব মদ খাচ্ছেন ?

বসন্ত। মাছে মদ খায় না, তবু ইংরেজীতে কথা আছে, He drinks like a fish, বাংলায় আমরা বলি মদে ডুবে আছে।

চন্দ্রমুখী। বল কি !

বসন্ত। বলা এখনও শেষ হয়নি, চুণীলাল—

চন্দ্রমুখী। চুণীলাল ! চুণীলাল আবার জুটেছে ?

বসন্ত। এবার সে চাকরী চায়।

চন্দ্রমুখী। চাকরী !

বসন্ত। সম্পত্তির ম্যানেজারী।

চন্দ্রমুখী। সম্পত্তি! সম্পত্তি আর আছে নাকি? কাল আমি তার বাড়ী গিয়েছিলাম।

বসন্ত। তারপর?

চন্দ্রমুখী। ওঁর ভাজের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে বুঝেছি, বিষয়ের বেশীর ভাগ ভাই নিজের অংশে টেনে নিয়েছেন, আর বাকীটুকু এক এক করে টাকার জন্য উনি নিজেই বেচে দিয়েছেন। তাই ভাবছি এ টাকাটা আর নোব না, তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও, ফিরিয়ে দিও!

বসন্ত। আমার সঙ্গে আর ত দেখা হবে না, চন্দ্রমুখী।

চন্দ্রমুখী। কেন?

বসন্ত। তিনি যে নরক জয়ে বেরিয়েছেন।

চন্দ্রমুখী। মানে?

বসন্ত। দেব ভাষায় আমার দখল নেই, যা শুনে এলাম তাই বলছি। পার ত পাঠোদ্ধার কর।

চন্দ্রমুখী। কি শুনে এলে?

বসন্ত। শুনে এলাম বললে, এই অপরূপ দেবদাস কারু দিকে আর চেয়ে দেখবে না, কারুর মুখের কথা আর বিশ্বাস করবে না, চুণীবাবুর হাত ধরে নরকের পথে ধাপে ধাপে নেবে যাবে—কী কাঠ হয়ে গেলে যে?

চন্দ্রমুখী। এখন কি করি বল ত!

বসন্ত। ঐটি মাপ কর ভাই, সলাপরামর্শ আমি কাউকে দিতে নারাজ। বিশেষ করে যে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরতে চায়, তাকে কি বুদ্ধিই বা দেব? তবু জিজ্ঞেস করি, আর একবার কি নরক গুলজার করতে সাধ জাগে, চন্দ্রমুখী?

চন্দ্রমুখী। এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ বসন্ত?

বসন্ত। সে যখন নরকের পথে ধাপে ধাপে নেমে যাবেই, তখন তোমার চাঁদ মুখের আলো যাতে তাকে আকর্ষণ করতে পারে, তারই জন্যে।

চন্দ্রমুখী। তুমি ঠিক বলেছ বসন্ত, আমি কলকাতায় ফিরে যাব। তোমার পরামর্শই ঠিক।

বসন্ত। না-না, না চন্দ্রমুখী, পরামর্শ আমি দিইনি, কিছুই আমি বলিনি। আমি তো পাষাণ—পাষাণ A dead stone that knows neither life nor love.

চতুর্থ দৃশ্য

মেনকার কক্ষ

দেবদাস মত্ত অবস্থায় বুকে বালিশ দিয়া অর্দ্ধশায়িত, হাতের রুমাল রক্তাক্ত, মেনকা ও ধর্ম্মদাস

মেনকা। আর মদ খেও না!

দেবদাস। আর হয়ত খাবার দরকার হবে না! ডাক্তার কি বললে ধর্ম্মদাস?

ধর্ম্মদাস। আর কি বলবে! বললে লিভারের কিছুই নেই।

দেবদাস। কদিন মেয়াদ তা বলবে না?

ধর্ম্মদাস। আঃ তুমি যে কি বক বক করছো!

দেবদাস। ধর্ম্মদা, এদের ওপর বড় উপদ্রব করেছি। তুমি এদের কিছু টাকা এনে দাও। বড় কষ্ট দিই, মনে কিছু করো না, ছোট ভাইকে ক্ষমা করো।

ধর্ম্মদাস। তুই আমারে মেরে ফেলবিরে দেবতা, তুই আমারে মেরে ফেলবি। আর তাই যদি মনের সাধ, গলাটা টিপে ধর, এমন দগ্ধে দগ্ধে আমারে মারিস্ কেন ?

দেবদাস। আর তোমায় জ্বালাব না ধর্ম্মদা, যাও টাকাটা নিয়ে এস।

ধর্ম্মদাস। আমাব দেবতারে তোমার জিম্মায় রেখে যাচ্ছি! ফিরে এসে যেন সুস্থ পাই। আর শোন, মদ চাইলে কিছুতেই দিও না।

প্রস্থান

দেবদাস। শুনছ ?

মেনকা। বল না।

দেবদাস। এ তিন দিন বড় অসুবিধায় ছিলে, না ?

মেনকা। কি করি বল ? টেনে তো আর পথে ফেলে দিতে পারি না।

দেবদাস। পারে এমন লোকও আছে !

মেনকা। প্রথম যেদিন তুমি চন্দ্রমুখীব ঘরে এসেছিলে, সেইদিন তুমি আমায় অপমান করেছিলে।

দেবদাস। একদিন তোমাকে অপমান করেছিলাম, আর তিন দিন আমার সেবা করে তার শোধ নিলে। এই নাও ভাই প্রণামী।

মেনকা। তবে যে বুড়োকে টাকা আনতে পাঠালে ?

দেবদাস। সরিয়ে দিলাম ভাই! নইলে বুড়ো পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমাকে যেতে দেবে না।

উঠিয়া দাঁড়াইল

মেনকা। যাচ্ছ কেন, বোস ?

দেবদাস। বসে আর কি হবে ভাই! যার জন্যে এসেছিলাম তাকে তো আর পেলাম না।

মেনকা। এসেছিলে তো চন্দ্রমুখীর জন্যে, কোন দিন যদি দেখা করতে আসে—

দেবদাস। ব'লো, আমি তার খোঁজে এসেছিলাম।

মেনকা। ভাল হয়ে আর একদিন এসো।

দেবদাস। আর কথা দেব না ভাই। যাদের কথা দিয়ে রেখেছি, তাদের সঙ্গেই যে দেখা করবার সময় পাব না।

প্রস্থান

মেনকা। এমন মানুষ আর একটিও দেখিনি। চন্দ্রমুখী ওকে পেয়েও সুখী হলো না।

ধর্ম্মদাসের প্রবেশ

ধর্ম্মদাস। দেবতা! দেবতা! একি, আমার দেবতা কোথায়?

মেনকা। চলে গেল।

ধর্ম্মদাস। আমি যে তোকে হাতে ধরে বলে গেলাম, তারে যেতে দিসনি।

মেনকা। আমার কথা শুনলো না।

ধর্ম্মদাস। হায়—হায়—কেন আমি টাকা আনতে গেলাম!

মেনকা। টাকা তিনি দিয়ে গেছেন!

ধর্ম্মদাস। টাকা দিয়ে গেছে! ছল করে আমাকে সরিয়ে দিয়ে দেবতা আমার পালিয়ে গেল! কিন্তু আমি দেখব সে কেমন করে পালায়। নরক তোলপাড় করেও তাকে খুঁজে বার করব। (প্রস্থান উদ্যত হইয়া) হ্যাঁ, এই নাও সর্ব্বনাশী—এই নাও তোমার টাকা—এই নাও, এই নাও (নোট ছুঁড়িয়া দিতে দিতে) বিষয় যাক্—আমার দেবতা বেঁচে থাক, আমার দেবতা বেঁচে থাক।

প্রস্থান

জনৈকা নারীর প্রবেশ

নারী। কি লো মেনকা, তোর ঘরে যে নোটের হরির লুট চলেছে! বরাত খুলে গেল, কুড়িয়ে নেনা! হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

মেনকা। নেব বৈ কি দিদি! টাকা এমনি হতচ্ছেদ্দা করেই আমাদের দেয়, হাত পেতে নিতে পারি, কুড়িয়ে নিতে আর দোষ কি!

নারী। টাকা চোখে পড়তেই মুখে বাঁকা বাঁকা কথা উঠেছে, দেখিস্ লো, দেখিস্।

প্রস্থান

মেনকা নোট কুড়াইতেছিল। চন্দ্রমুখী প্রবেশ করিল

মেনকা। এস, দিদি এস। বোস দিদি। এখন কোথায় আছ দিদি?

চন্দ্রমুখী। কোথাও নেই ভাই। সবে কলকাতায় ফিরে এলাম। থাকবার ঠাঁই নেই। তাই তোর কাছেই এলাম।

মেনকা। বেশ করেছ দিদি, যতদিন ইচ্ছে থাক, এত তোমারই ঘর। তোমারই বাড়ী।

চন্দ্রমুখী। তুই কোথায় থাকবি?

মেনকা। পাশের ঘরে।

চন্দ্রমুখী। বসন্ত আমার জন্যে বাড়ী দেখছে।

মেনকা। না, না, আর বাড়ী-ঘর নয়। এইখানে তুমি থাকবে, এই ঘরে।

চন্দ্রমুখী। বেশ, তাই হবে।

মেনকা। দিদির যত বয়েস বাড়ছে, রূপও তত যেন ফেটে পড়ছে।

চন্দ্রমুখী। তবু ত মনের মানুষটির দেখা পাইনে!

মেনকা। কাকে খোঁজ বলত?

চন্দ্রমুখী। যে আমাকে খোঁজে না।

মেনকা। তা বৈকি! তোমার খোঁজে এখানে এসে লিভারের ব্যথায় তিনদিন এখানে পড়েছিল।

চন্দ্রমুখী। কার কথা বলছিস তুই!

মেনকা। তোমার দেবদাস গো।

চন্দ্রমুখী। দেবদাস এখানে কখন এসেছিল?

মেনকা। বললাম যে, তোমার খোঁজে এখানে এসে লিভারের ব্যথায় তিনদিন পড়েছিল, এই ত একটু আগে চলে গেল।

চন্দ্রমুখী। কোথায় গেল, জানিস্?

মেনকা। তা তো বলে যায়নি দিদি! আমি জানতে চাইলাম ভাল হয়ে আর একবার আসবে তো? সে বললে, আর কথা দেব না ভাই। যাদের কথা দিয়ে রেখেছি তাদের সঙ্গেই দেখা করবার হয়ত সময় হবে না।

চন্দ্রমুখী। আমি চললাম মেনকা। অসুস্থ মানুষ, বেশীদূর কোথাও যেতে পারে নি। হয়ত দেখা পাব।

মেনকা। তুমিও কি পাগল হ'লে দিদি?

চন্দ্রমুখী। ওরে মেনকা, তাকে ভালবেসে পাগলই হতে হয়।

দরজার দিকে অগ্রসর হইল

বসন্ত। চন্দ্রমুখী!

চন্দ্রমুখী। কে?

বসন্ত দেবদাসকে ধরিয়া প্রবেশ করিল

বসন্ত। তোমার মাণিক ধূলোয় পড়ে ছিল, তুলে আনলাম। বুকে নাও কি মাথায় রাখ, যা ইচ্ছে কর।

চন্দ্রমুখী। দেবদাস, দেবদাস, একি হয়ে গেছ তুমি! ঘরটা আজ ছেড়ে দিতেই হলো মেনকা।

দেবদাস বিছানায় শুইয়া পড়িল। মেনকা বালিস আগাইয়া দিল

মেনকা। তুমি কিন্তু করছ কেন দিদি? আমি জল আর পাখা দিয়ে যাচ্ছি।

প্রস্থান

চন্দ্রমুখী। তুমি আমার কত উপকারই না কর, বসন্ত।

বসন্ত। He who helps his neighbour helps himself. ক্রমে ক্রমে আমি খৃষ্টান হয়ে উঠছি!

চন্দ্রমুখী। খৃষ্টান!

বসন্ত। এক গালে চড় খেয়ে, আর এক গাল বাড়িয়ে দিচ্ছি। মজা এই, তাতেই আমি শান্তি পাচ্ছি! আমি এখন আসি চন্দ্রমুখী, কাল সকালে আবার আসব।

প্রস্থান

মেনকার পাখা ও জল লইয়া প্রবেশ

মেনকা। আমি পাশের ঘরে রইলাম দিদি, দরকার হলে ডেকো।

প্রস্থান

চন্দ্রমুখী মুখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল

দেবদাস। তুমি চন্দ্রমুখী!

চন্দ্রমুখী। এখনো সন্দেহ আছে নাকি?

দেবদাস। না, সত্যিই তুমি চন্দ্রমুখী!

চন্দ্রমুখী। দেবদাস!

দেবদাস। বল।

চন্দ্রমুখী। আমাকে তত আর ঘৃণা কর না—না?

দেবদাস। তোমাকে আমি ঘৃণা করি না। তোমাকে আমি ভালবাসি।

চন্দ্রমুখী। ভালবাস ?

দেবদাস। ভালবাসি।

চন্দ্রমুখী। আমার সারা জীবনের গ্লানি তুমি এক মুহূর্ত্তে দূর করে দিলে দেবদাস।

দেবদাস। এমনি আর একটি মুহূর্ত্ত যদি না পাই, তাই আবারও বলি, চন্দ্রমুখী, আমি তোমাকে ভালবাসি।

চন্দ্রমুখী। আ—আ—

দেবদাস। গয়না ত সব বেচে দিয়েছিলে, আবার গড়ালে কেন ?

চন্দ্রমুখী। দেখছ না সব গিল্টির গয়না।

দেবদাস। গিল্টির গয়না গায়ে তুলছ যে ?

চন্দ্রমুখী। দোকান না সাজালে, এসব জায়গায় থাকা যায় না।

দেবদাস। আবার এখানে এলে কেন ?

চন্দ্রমুখী। না এলে তোমাকে যে পেতাম না। এখন পেয়েছি, আর ছেড়ে দোব না ; সঙ্গে করে নিয়ে যাব ; চিকিৎসা করাব।

দেবদাস। কিন্তু সে সময় ত আর পাবে না, চন্দ্রমুখী।

চন্দ্রমুখী। কেন ?

দেবদাস। আমাকে যে যেতে হবে।

চন্দ্রমুখী। কোথায় ?

দেবদাস। শেষ সময়ে আমার সেবা করবার জন্যে যে তপস্যায় রত রয়েছে, তার কাছে !

চন্দ্রমুখী। বুঝেছি ! কিন্তু এই শরীর নিয়ে তুমি যেতে পারবে না।

দেবদাস। যেতেই হবে যে চন্দ্রমুখী। তোমার দেখা পেলাম। এইবার তাকে দেখা দোব। তারপর, হয়ত আর কিছুই নেই। (চন্দ্রমুখী মাথা নত করিল) চন্দ্রমুখী !

চন্দ্রমুখী। বল।

দেবদাস। তোমার নামটা মস্ত বড়, ডাকতে অসুবিধা হয়; একটু ছোট করে নেব?

চন্দ্রমুখী। বেশত!

দেবদাস। তোমাকে আমি বৌ বলে ডাকব!

চন্দ্রমুখী। তা যেন ডাকলে, কিন্তু একটা ত মানে থাকা চাই।

দেবদাস। মানে আছে আমার কাছে!

চন্দ্রমুখী। সাধ হয়ে থাকে তাই ডেকো! কিন্তু এ সাধ কেন, তাও বলবে না!

দেবদাস। না! কখনও জিজ্ঞাসা করতে পাবে না।

চন্দ্রমুখী। বেশ, তাই হবে।

দেবদাস। অনেক দুঃখ পেয়ে ভেবেছিলাম আর কখনও ভালবাসার ফাঁদে পা দেব না। ইচ্ছে করে দিইও নি; কিন্তু তুমি কেন এ কাজ করলে? জোর করে কেন আমায় বাঁধলে, বৌ! তুমিও হয়ত পার্ব্বতীর মতই কষ্ট পাবে।

চন্দ্রমুখী। আর আমার কোন কষ্টই নেই, দেবদাস।

নেপথ্যে বসন্ত। আসতে পারি চন্দ্রমুখী?

চন্দ্রমুখী। এস বসন্ত, এস।

বসন্তের প্রবেশ

দেবদাস। একটা কথা বলব, ভাই বসন্ত?

বসন্ত। বল, কি বলতে চাও?

দেবদাস। পথ থেকে আমাকে কুড়িয়ে এনে চন্দ্রমুখীর হাতে ছেড়ে দিয়ে কি আনন্দ তুমি পেলে?

বসন্ত। শিল্পী ছবি এঁকে যে আনন্দ পায়, ভাস্কর মূর্ত্তি গড়ে যে আনন্দ পায়, ভক্ত তার আরাধ্যের ধ্যান করে যে আনন্দ পায়।

দেবদাস। তুমি পুণ্যতীর্থের পাণ্ডা, তোমাকে আমার দরকার হবে ভাই, যাবে আমায় তীর্থে নিয়ে?

বসন্ত। সত্যিই যদি তীর্থ হয়, নিশ্চয় নিয়ে যাব।

দেবদাস। চন্দ্রমুখী জানে কত বড তীর্থ সে। চন্দ্রমুখী, আর ত নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই।

চন্দ্রমুখী। বাধা দেবার দুর্ব্বুদ্ধিও আমার নেই।

দেবদাস। তা হলে আসি বৌ?

চন্দ্রমুখী। (প্রণাম করিল) আবার কবে দেখা পাব?

দেবদাস। পাপ-পুণ্যের বিচারকর্ত্তা কি করবেন জানি না, কিন্তু মৃত্যুর পর যদি আবার মিলন হয়, আমি কখনও তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারব না।

চন্দ্রমুখী। কোন কালে কোন জন্মে যদি আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহ'লে ভগবান যেন আমাকে সেই পুরস্কারই দেন, দেবদাস।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বতীর ঘর

ভুবন ও পার্ব্বতী

ভুবন। যা ভেবেছিলাম, তাই হ'ল।

পার্ব্বতী। কি ভেবেছিলে? কি হোল?

ভুবন। জানতাম তুমি সইতে পারবে না, তোমার কষ্ট হবে, মনে মনে তুমি পুড়ে যাবে। আর পুড়ছও তাই।

পার্ব্বতী। চুপ করে বসেছিলাম বলে এ কথা বলছ? সব কাজ যে মহেন আর জলদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি।

ভুবন। সে দিয়েছ বেশ করেছ। চল, আমরা না হয় দুজনে তীর্থ ঘুরে আসি।

পার্ব্বতী। এই তো আমার তীর্থ।

ভুবন। স্বামীর ভিটে বলেই কি!

পার্ব্বতী। দেবতার দেখা আমি এইখানেই পাব।

ভুবন। সত্যিই যদি কোন দেবতা তোমাকে এসে দেখা দেন কারু কোন ক্ষতি হবে না; কিন্তু দেবতার আসন খালি দেখে যদি কোন দানব আবির্ভূত হয়—তা হলে—

পার্ব্বতী। তা হলে—

ভুবন। তা হলে আমার, তোমার, এই পরিবারের, অনেক ক্ষতির

কারণ হয়ে উঠবে। আমি তোমাকে সন্দেহ করছি না, তোমাকে ভেবে দেখতে বলছি।

পার্ব্বতী। তোমাকে না বলে আমি অন্যায় করেছি, আজ বলি। দেবদাসের কথা জান ?

ভুবন। নাম শুনেছি।

পার্ব্বতী। আর কিছু শুনেছ ?

ভুবন। শুনেছি তুমি তাকে ভালবাসতে—

পার্ব্বতী। কী করে শুনলে ?

ভুবন। যে করেই হোক, শুনেছি।

পার্ব্বতী। যারা কুৎসা রটিয়ে বেড়ায় তাদেরই মুখে শুনেছ নিশ্চয়।

ভুবন। হয়ত তাই—কিন্তু সে কথা কি মিথ্যে ?

পার্ব্বতী। না। তারা তোমায় সবটুকু বলতে সাহস পায় নি, সবটুকু তুমি শোন নি। আমি এখনও তাকে ভালবাসি।

ভুবন পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া রহিল

ভুবন। আমি বৃদ্ধ বলেই কি আমার মুখের ওপর একথা তুমি বলতে পারলে ?

পার্ব্বতী। বৃদ্ধ হ'লেও তোমার আদেশে আমাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে পারে,—এমন বহু লোক তোমার অধীনে আছে, আমি জানি।

ভুবন। জেনেও ভয় পেলে না ?

পার্ব্বতী। না।

ভুবন। কেন ?

পার্ব্বতী। আমি যে জানি তুমি মহৎ, তুমি উদার, সঙ্কীর্ণ মনের মানুষ তুমি তো নও !

ভুবন। কিন্তু এ ব্যাপারে কতখানি সইতে পারি আমি, কতখানি

মার্জ্জনা করা আমার পক্ষে শোভন—সঙ্গত—স্বাভাবিক—তা কি তুমি ভেবে দেখেছ ?

পার্ব্বতী। ভেবে না দেখলে দেবদাসকে আমন্ত্রণ করতে পারতাম না; তোমার অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেও চাইতাম না।

ভুবন। শুনেছি সে মাতাল।

পার্ব্বতী। তাও শুনেছ ?

ভুবন। শুনেছি—সে চরিত্রহীন।

পার্ব্বতী। তবে ত সবই শুনেছ !

ভুবন। সব শুনেছি বলেই তো তোমাকে ভেবে দেখতে বলছি যাকে দেবতা বলে মনে কর, সত্যিই সে দেবতা কি না।

পার্ব্বতী। তাঁর সম্বন্ধে পৃথিবীর যে যাই বলুক, ভাবুক, আমি চিরদিন জানব, দেবদা আমার সাধারণ মানুষ নয়, দেবতা। সেই দেবতা যদি কোন দিন আমার সেবা নেবার জন্যে আমার কাছে এসে দাঁড়ান, কোন কিছুর প্রলোভনে আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারব না। তোমার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, বিষয়-আশয় অনেক আছে, কিন্তু আমার দেবদার কেউ নেই, কিছু নেই, এই ব্যথাই দিন রাত আমার বুকে বাজে। তিনি কথা দিয়েছেন, একদিন আসবেন। কথা যখন দিয়েছেন, তখন নিশ্চয় আসবেন; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে হয়ত এমন দিনে আসবেন, যখন আমার সেবা নিতে তিনি পারবেন না। তবুও সেদিন যদি স্বামী হয়ে তার সেবা থেকে আমাকে নিবৃত্ত রাখতে চাও, তা হ'লে আমার দেবদা যেমন সেবা পাবে না, তেমন আমাকেও তুমি পাবে না জেনো।

ভুবন। আমি হয়ত সব বুঝে তোমার ওপর অবিচার করব না, কিন্তু লোকে কি বলবে বলত !

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। তোমার বাপের বাড়ী থেকে কে যেন এসেছে, মা।

পার্ব্বতী। কে ?

ঝি। বললেন তোমার বোন।

ঝিয়ের প্রস্থান

মনোরমার প্রবেশ

মনোরমা। যে সে বোন নয় রে পারু, (ঘোমটা দিয়া) ওমা ! চৌধুরী মশায় যে !

ভুবন। আসুন, আসুন।

মনোরমা। প্রেমালাপে বাধা দিলুম না কি ?

ভুবন। আপনি দয়া করে এসেছেন—ভালই হয়েছে, পার্ব্বতীর শরীর মন কদিন ভাল নেই।

মনোরমা। তা সন্ধ্যে হতে না হতেই এরকম যদি বন্ধ করে রাখেন ? তাহ'লে শরীর মন কত সইবে ? কি বলিস্ রে পারু ?

ভুবন। বোনকে নিয়ে তুমি থাক কনে-বৌ, আমি আর বিরক্ত করব না। হপ্তা খানেকের মাঝে কিন্তু যাওয়ার নামটি করতে পারবেন না।

মনোরমা। তা বৈ কি। পার্ব্বতীর আপনি আছেন, আমার বুঝি কেউ নেই ?

ভুবন। চিঠি লিখে আবেদন জানিয়ে ছুটি মঞ্জুর করে আনব।

প্রস্থান

মনোরমা। তারপর ভাই, পারু !

পার্ব্বতী। দেবদার খবর কিছু রাখ, মনোদি ?

মনোরমা। এখনও ভুলতে পারিস্ নি হতভাগী।

পার্ব্বতী। না।

মনোরমা। মাসখানেক আগে একবার দেশে এসেছিল দিন দুয়ের জন্যে।

পার্ব্বতী। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মনোরমা। একদিন জল আনতে ঘাটে গিয়েছিলুম, দেখলুম বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ত ভয়ে মরি।

পার্ব্বতী। কেন, ভয় কেন?

মনোরমা। ঘাটে জনপ্রাণী নেই, আমি যেন ভাই আমাতেই ছিলুম না,—ঠাকুর রক্ষা করলেন! মাতলামী বা বদমায়েসী করেনি। আমাকে চিনতে পারলে, কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, মনো, ভাল আছ তো দিদি? আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, হুঁ! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলল, সুখে থাক বোন, তোদের দেখলেও আহ্লাদ হয়; তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল।

পার্ব্বতী। এত স্নেহের পরিচয় পেয়েও তাঁর সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভাল হ'ল না? আশ্চর্য্য!

মনোরমা। সে চেহারা তো দেখিস্ নি! দেখলে ঘৃণা করে, ভয় করে! ভগবান তোকে রক্ষা করেছেন। তুই যে অভিমানিনী, তার হাতে পড়লে হয় জলে ডুবে নয় বিষ খেয়ে মরতিস্।

পার্ব্বতী। বিষ খেয়ে মরতে এখনি ইচ্ছে হয়, পারি না শুধু তাঁর কথা ভেবে।

মনোরমা। বলিস্ কি, পারু!

পার্ব্বতী। তিনি এখনো সেখানে আছেন?

মনোরমা। না। আর জেনেই বা কি করবি তুই?

পার্ব্বতী। জানলে এখানে ধরে আনতাম।

মনোরমা। এখানে!

পার্ব্বতী। আর কোথাও তাকে দেখবার কেউ নেই।

মনোরমা। বলিস্ কি, এখানে আনতে তোর লজ্জা করবে না?

পার্ব্বতী। নিজের জিনিষ লজ্জা করবে কেন?

মনোরমা। ছি ছি ওকি কথা! একটা সম্পর্ক পর্য্যন্ত নেই! অমন কথা মুখে এনো না। এঁরা শুনলেই বা বলবে কি?

পার্ব্বতী। এঁদের আমি বলেছি।

মনোরমা। চৌধুরী মশাইকে?

পার্ব্বতী। হুঁ।

মনোরমা। কি বললেন?

পার্ব্বতী। লোক-নিন্দার ভয় দেখালেন।

মনোরমা। ছাখতো, যদি তোকে ত্যাগ করেন, বাড়ী থেকে বার করে দেন?

পার্ব্বতী। তাহ'লে তো সব দায়িত্ব এড়িয়ে তাঁরই কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

মনোরমা। কি সর্ব্বনাশ!

পার্ব্বতী। ভয় নেই মনোদি! আমার বিশ্বাস তোমাদের চৌধুরী মশাই সত্যি সত্যি হৃদয়বান লোক বলেই হয়তো আমার ব্যথা বুঝবেন, আর আমার দেবদাকে সেবা করবার অধিকার আমাকে দেবেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

বসন্ত দেবদাসকে ধরিয়া আনিল। সঙ্গে গাড়োয়ান,
তাহার হাতে লণ্ঠন ও ঘটি

বসন্ত। গাড়ী থেকে নেমে এলে, এখন চলতে কষ্ট হচ্ছে তো!

দেবদাস। অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস বলত, বসন্ত। মন চায় বিদ্যুৎ বেগে দেহটাকে টেনে নিতে, কিন্তু বাহন হল গরুর গাড়ী—গতি যার সবচেয়ে মন্থর! আর দেরী করলে পার্ব্বতীকে দেখা দিতে পারব না ভাই।

বসন্ত। যেমন কুয়াশা, তেমনি হিম পড়ছে।

দেবদাস। তাই বুঝি হাত পা ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে।

বসন্ত। তুমি শালখানা গায়ে মাথায় ভাল করে জড়িয়ে নাও।

দেবদাস। গাড়োয়ান ভাই, হাতীপোতা গাঁ আর কতদূর ভাই?

গাড়োয়ান। আজ্ঞে বাবু, গাঁয়ে তো আপনারা এসে পড়েছ। ঐ যে মিটমিট আলো দেখা যায়।

দেবদাস। বসন্ত চেয়ে দেখ, ঐ দূরে, একটি মাত্র আলো ধ্রুবতারার মত ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি ঠিক জানি বসন্ত, ও আলো জ্বলছে আমার পার্ব্বতীর শিয়রে। আমাকে পথের নিশানা দেবার জন্যে ঐ আলো পার্ব্বতী জ্বেলে রাখে। ঐটুকু পথ যেতে পারব না বসন্ত? আমি নিশ্চয় পারব, নিশ্চয় পারব।

বসন্ত। তুমি এইখানে একটুখানি বসে থাক। আমি গিয়ে সব ভাল করে দেখে আসি। এসে তোমায় নিয়ে যাব। কেমন?

দেবদাস। বসন্ত।

বসন্ত। কি হয়েছে দেবদাস ?

দেবদাস। আমার মা, মায়ের ঠিক পাশেই চন্দ্রমুখীর স্নেহ-কোমল-মুখখানি। যাকে পাপিষ্ঠা বলে ঘৃণা করতাম, আজ জীবনের শেষ ক্ষণে পরম পবিত্র রূপ ধরে আমার মায়ের মুখের পাশে কেন ফুটে উঠতে দেখছি বসন্ত ? পার্ব্বতী তো সেখানে নেই।

বসন্ত। পার্ব্বতী আজ পরস্ত্রী, দেবদাস।

দেবদাস। হ্যাঁ, পার্ব্বতী পরস্ত্রী ! তবুও বসন্ত, তবুও সে আমার বড় আপনার।

বসন্তের প্রস্থান

গাড়োয়ান। বড় শীত করছে বাবু ! বাবু ! বাবু !

দেবদাস। পার্ব্বতীকে নিয়ে এসেছ বসন্ত ? একবার কপালে তোমার হাতখানি রাখ পারু। তোমার বড় সাধ ছিল আমার সেবা করবে। সাধ পূর্ণ কর। দুঃখ করো না ! তুমি তো অনেক পেয়েছ। কৈশোরে আমাকে পেয়েছ—আবার শেষ সময়ে আমাকে তুমিই পেলে। চন্দ্রমুখী কিন্তু কিছুই পেলে না—আমি যখন থাকব না, তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে তোমার কপালের কালো দাগটা দেখো, আমার কথা মনে পড়বে। দুঃখ করো না পারু দুঃখ করো না।

হাত বাড়াইতে লাগিল

গাড়োয়ান। অমন করে কি তুমি খোঁজ বাবু ?

দেবদাস। জল আনতে সরে গেল পারু ? বুঝলে কেমন করে ? বড় তেষ্টা পেয়েছে, বড় তেষ্টা পারু—বড় তেষ্টা।

গাড়োয়ান জলের ঘটি দেবদাসের মুখের কাছে ধরিল

গাড়োয়ান। এই নাও বাবু, জল নাও।

দেবদাস। কে?

গাড়োয়ান। আমি তোমার গাড়োয়ান, বাবু।

দেবদাস। এ তেষ্টা জলে যায় না ভাই।

গাড়োয়ান। উঠছো কেন বাবু—পড়ে যাবা।

দেবদাস। উঠতে আমাকে হবেই—আমায় ধর ভাই—আর একটুখানি কোন মতে নিয়ে চল, নিয়ে চল ভাই! নিয়ে চল, সে যে আমায় ডাকছে, দেবদা—দেবদা—দেবদা—

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বতীর ঘর

খাটে পার্ব্বতী ও মনোরমা শুইয়া আছে

পার্ব্বতী। দেবদা—দেবদা—

চীৎকার করিয়া উঠিল

মনোরমা। কি হলো পারু—কি হলো।

পার্ব্বতী। মনোদি! তিনি এসেছেন—তিনি এসেছেন, মনোদি।

মনোরমা। তুই কি পাগল হলি পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম, ছিপগাছা হাতে নিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, বাঁধে যাবি পারু? আয় আমার সঙ্গে! আমার বুক কাঁপছে মনোদি!

মনোরমা। ও কিছু নয় পারু, সারাদিন ভাবিস্, তাই স্বপ্ন দেখিস্।

পার্ব্বতী। স্বপ্ন!

মনোরমা। স্বপ্ন বৈকি।

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, স্বপ্নই হবে!

জানালা দিয়া বসন্ত হাতছানি দিয়া ডাকিল

মনোদি, ওখানে কে? ঐ জানালার পেছনে?

মনোরমা। কে?

পার্ব্বতী। হাতছানি দিয়ে কে ডাকছে।

মনোরমা। চোর—চোর—চোর—

নেপথ্যে। চোর—চোর—চোর—

পার্ব্বতী। কি করলে মনোদি!

নেপথ্যে ভুবন। (দরজায় আঘাত করিয়া) কনে-বৌ—কনে-বৌ, ভয় নেই, দোর খোল, (মনোরমা দরজা খুলিয়া দিল) কি হয়েছে কনে-বৌ? আর ভয় নেই কনে-বৌ। কথা কইছো না কেন? আপনিই বলুন তো কি হয়েছে।

মনোরমা। একটা লোক জানালায় উঁকি মারলে, হাতছানি দিয়ে ডাকলে, আমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

ভুবন। লোকটিকে আপনি চেনেন?

মনোরমা। আপনাদের দেশের লোক আমি চিনব কি করে?

ভুবন। আপনাদের দেশেরও তো হতে পারে।

মনোরমা। ভাল করে তার মুখই দেখতে পাই নি।

ভুবন। দেবদাস কি না তাই বলুন।

মনোরমা। দেবদাস?

পার্ব্বতী। দেবদাস!

মহেনের প্রবেশ

মহেন। লোকটা ধরা পড়েছে, বাবা।

ভুবন। নাম কি বললে? নাম?

মহেন। নাম বলতে চাইলে না।

পার্ব্বতী। দেখতে কেমন বাবা? খুবই রোগা?

মহেন। না, মা!

পার্ব্বতী। তবে কে?

মহেন। বললে তার যা বলবার, তা বাবার কাছে, না হয় তোমার কাছে বলবে। আর কারো কাছে কোন কথা কইবে না।

ভুবন। আটক করে রাখ, আর থানায় লোক পাঠাও।

পার্ব্বতী। না—না—মহেন!

ভুবন। তুমি কি বলছ?

পার্ব্বতী। আগে আমাকে একবার দেখতে দাও।

ভুবন। একটা চোরকে নিয়ে আসব তোমার সামনে!

পার্ব্বতী। তা'হলে তুমি শুনে এস সে কি বলতে চায়।

ভুবন। তার যা বলবার, দারোগার সামনেই বলবে।

পার্ব্বতী। মানুষকে কেবল তোমরা সন্দেহের চোখে দেখবে? মানুষ বিপদে পড়ে কতরকম কাজ করতে পারে, তা কি তোমরা বোঝে না?

মহেন। লোকটিকে দেখলে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

পার্ব্বতী। আর ভদ্রলোক তোমরা, তার মুখের কথাটি না শুনে চোর বলে ধরিয়ে দেবে?

ভুবন। চল মহেন, তার কি বলবার আছে, আমি শুনব।

ভুবন ও মহেনের প্রস্থান

পার্ব্বতী। ভগবান তোমাদের ভাল করবেন। ছাখ ত কি করলে, মনোদি!

মনোরমা। কি করব বোন, আমি যে বড় ভয় পেয়েছিলুম।

পার্ব্বতী। যদি তিনি হন! বড় দুঃখে পড়ে, বড় অসুস্থ হয়ে তিনি যদি আমার সেবা নিতে এসে থাকেন, মনোদি।

চতুর্থ দৃশ্য

দেউড়ী

ভুবন ও বসন্ত

ভুবন। তুমি বলছ দেবদাসকে নিয়ে এসেছ, চুরি করতে বা কোন কুমতলব নিয়ে আসনি?

বসন্ত। আমার জমিদারী নেই মশাই। সোজা কথা বলি, সহজ দৃষ্টি দিয়ে দেখি। অকারণ সময় নষ্ট করবেন না। একবার ভাবুন, এই শীতে, এই হিমে, মুমূর্ষু একটা মানুষ বাইরে পড়ে রয়েছে!

ভুবন। যদিও তাকে একটা আশ্রয় দিতে পারতাম, কিন্তু এখন এই লোক জানাজানি হবার পর কি করে তা দেয়!

বসন্ত। লোকে জানে একটা চোর ধরা পড়েছে, দেবদাসের কথা কেউ জানে না। যা হয় একটা গয়না-টয়না আমার হাতে গুঁজে দিয়ে আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিন; লোকগুলো মজা দেখবার জন্যে আমার পিছু পিছু থানায় ছুটুক, আর সেই অবসরে দেবদাসকে গাছতলা থেকে তুলে এনে আপনার অতিথিশালায় ঠাঁই দিন; আপনার মর্য্যাদার হানি হবে না, সুনাম রটবে।

ভুবন। সুনাম—আর সুনাম!

বসন্ত। স্ত্রীর জন্য স্বামী, আপনি কোন ভয় রাখবেন না, মশাই। ধন্বন্তরী নিজে এলেও দেবদাসকে আর বেশীক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। চৌধুরী মশাই, দয়া করুণ, মুমূর্ষু একটি মানুষকে আশ্রয় দিয়ে একটু মানবতার পরিচয় দিন।

মহেনের প্রবেশ

মহেন। বাবা, বাঁধান গাছতলায় একটা লোক—

পার্ব্বতীর প্রবেশ

পার্ব্বতী। বাঁধান গাছতলায় কে পড়ে রয়েছে মহেন?

ভুবন। তুমি এখানে কেন কনে-বৌ!

পার্ব্বতী। আমি যাব।

ভুবন। তুমি সেখানে যাবে কি!

পার্ব্বতী। বাধা দিও না, বাধা দিতে তুমি পারবে না।

বসন্ত। বাধা তুমি মেনো না, মা লক্ষ্মী। প্রতি পদে পদে মরণের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের শেষ শক্তিটুকু ক্ষয় করে তোমাদেরই ঐ বাঁধান গাছতলায় পড়ে রয়েছে…

পার্ব্বতী। আমার দেবদা—

বসন্ত। দেবদাস।

পার্ব্বতী। দেবদা—দেবদা—

পঞ্চম দৃশ্য

বাঁধান গাছতলা

দেবদাস শুইয়া আছে, পার্ব্বতী, বসন্ত ও মহেনের প্রবেশ

পার্ব্বতী। দেবদা—দেবদা—দেবদা ? এমনি করেই কি তুমি আমার সেবা নিতে এলে দেবদা ?

বসন্ত। দেখা দেবার সময় থাকবে না বলে মন্থর গরুর গাড়ী ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছিলে ভাই, জেনেও যেতে পারলে না জীবন ভরে যে স্নেহ তুমি চেয়েছিলে, তাই নিয়ে তোমার পার্ব্বতী তোমারই কাছে ছুটে এসেছে।

পার্ব্বতী। দেবদা—চেয়ে দেখ দেবদা, তোমাকে সেবা করবার জন্যে আমি আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি ; সেবার অধিকার দাও দেবদা—দেবদা—দেবদা—

মহেন। মা !

পার্ব্বতী। মহেন ! রাত দশটায় এসে সমস্ত রাত এইখানেই পড়েছিলেন!

মহেন। হ্যাঁ, মা। সমস্ত রাত !

পার্ব্বতী। সমস্ত রাত !—শীতে !—হিমে !—সমস্ত রাত ! সমস্ত রাত !

যবনিকা